নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে সমাবেশে লাখো ইসরায়েলি

সারে-জমিন

ডাম্পারে সমস্যা হওয়ায় পথ আটকে বিক্ষোভ

রূপসী বাংলা

আধুনিক পৃথিবী সমন্বয়ের: প্রসঙ্গ ধর্ম ও বিজ্ঞান

সম্পাদকীয়

সিভিককে লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে খুন

সাধারণ

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

সোমবার
৮ এপ্রিল, ২০২৪
২৫ চৈত্র ১৪৩০
২৮ রমজান, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

শেফার্ডের এক ওভারেই ম্যাচ জিতে নিল মুম্বাই

খেলতে খেলতে

Vol.: 19 ■ Issue: 97 ■ Daily APONZONE ■ 8 April 2024 ■ Monday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

কংগ্রেস ভাল ফল না পেলে রাহুলের সরে দাঁড়ানো উচিত: পিকে

আপনজন ডেস্ক: রাজনৈতিক কৌশলবিদ প্রশান্ত কিশোর পরামর্শ দিয়েছেন যে কংগ্রেস লোকসভা নির্বাচনে কাঙ্ক্ষিত ফল না পেলে রাহুল গান্ধীর সরে দাঁড়ানোর বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত। পিটিআই সম্পাদকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় তিনি বলেন, রাহুল তাঁর দল চালাচ্ছেন এবং গত ১০ বছরে তিনি দলকে সঠিক পরিচালনা করতে না পারলেও কংগ্রেসকে সরে দাঁড়াতে বা অন্য কাউকে নেতৃত্ব দিতে পারছেন না। প্রশান্ত কিশোর বলেন, আমার মতে এটিও অগণতান্ত্রিক। তিনি আরও বলেন, যিনি বিরোধী দলের জন্য একটি পুনরুজ্জীবন পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন কিন্তু তার কৌশল কার্যকর করা নিয়ে তার এবং তার নেতৃত্বের মধ্যে মতবিরোধের কারণে ওয়াকআউট করেছিলেন। রাহুলে উদ্দেশ্যে ১৯৯১ সালে স্বামী রাজীব গান্ধির হত্যার পর সোনিয়া গান্ধি রাজনীতি থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত এবং ১৯৯১ সালে পি ভি নরসিমা রাওকে দায়িত্ব দেওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, আপনি যখন কোনও সাফল্য ছাড়াই গত ১০ বছর ধরে একই কাজ করছেন, তখন বিরতি নিলে কোনও ক্ষতি নেই। পাঁচ বছরের জন্য অন্য কাউকে তা করতে দিতে হবে।

রামনবমীর সময় দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টা করতে পারে বিজেপি: মমতা

জয়প্রকাশ কুইরি ● পুরুলিয়া

আপনজন: ভূপতিনগরে যেভাবে এনআইএ মাঝরাতে অভিযানে গিয়ে মহিলাদের উত্যক্ত করেছে তাতে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের সচেতন থাকতে নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার পুরুলিয়া জেলার লুধুডুকা ময়দানে নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন ,কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলি প্ররোচনা তৈরি করে তৃণমূল কংগ্রেসের যারা এজেন্ট হবেন দেখে দেখে তাদের গ্রেপ্তার করতে পারে। তাছাড়া আগামী রামনবমীর সময় দাঙ্গা বাধানোরও চেষ্টা করতে পারে বিজেপি। ফলে নির্বাচনের আগে সবসময় সচেতন থাকতে হবে তৃণমূল কর্মীদের। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর জনসভা শুরু হয় নির্ধারিত সময়ের প্রায় দেড় ঘন্টা পরে। বিষয়টি ব্যাখ্যা করে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই বলেন, হেলিকপ্টার খারাপ হয়ে যাওয়ার জন্য দুর্গাপুর থেকে পুরুলিয়া সড়কপথে আসতে হয়েছে। তিনি কর্মীদের বলেন, অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন আপনারা আমি বেশি সময় নেব না। এরপরই তিনি চলে যান রাজ্য সরকারের উন্নয়ন গুলোর প্রসঙ্গে। বলেন,রাজ্য সরকার এমন কোন পরিবার নেই যাকে পরিষেবা দেয়নি। কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, লক্ষ্মীর ভান্ডার এমনকি জয় জোহার পেনশন অবধি দিচ্ছে রাজ্য সরকার। কেন্দ্রীয় সরকার বলছে স্বাস্থ্য সাথীর থেকে ভালো আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প কিন্তু আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প পেতে গেলে বাড়িতে সাইকেল থাকা চলবে না, পাকা বাড়ি থাকা চলবে না ,এরকম হাজার শর্ত থাকায় সারাদেশে মাত্র ১ কোটি মানুষ আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সুযোগ পেয়েছেন। অন্যদিকে শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গে ৯ কোটি মানুষ স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের আয়ত্তায় আছেন। তিনি বলেন আবাস যোজনার জন্য কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না। প্রতি বাড়ি পিছু ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা করে আমারা দেব ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে। এবিষয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। তিনি প্রশ্ন তোলেন পুরুলিয়ার বিধায়ক গত পাঁচ বছরে কি কাজ করেছেন ? বিজেপি কেন্দ্রীয় প্রকল্প গুলি পশ্চিমবঙ্গের জন্য আটকে রেখেছে আবার পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে ভোট চাইছে। কর্মীদের তিনি এজন্য গ্রামে গ্রামে গিয়ে মানুষকে বোঝানোর নির্দেশ দেন।
মমতা বলেন, 'মোদি এক স্বৈচাচারী, দানবীয় অত্যাচারী সরকার চালাচ্ছে। এখানে দলিতরা সম্মান পায় না। আদিবাসীদের জমি কেড়ে নেওয়া হয়। লক্ষণীয় ভাবে এদিন মুখ্যমন্ত্রীর জনসভায় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সংঘটন গুলি উপস্থিত ছিলেন। ভূমিজ, মুন্ডা, আদবাসী, বাউরি সমাজ ইত্যাদি সংঘটন গুলি সকলেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন আমাদের রাজ্যে সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ স্বাচ্ছন্দের পাশাপাশি বাস করেন। বিজেপি এই পরিবেশ নষ্ট করে দিতে চাইছে। কিছুতেই এই পরিবেশ নষ্ট হতে দেওয়া চলবে না। রামনবমীর সময় যাতে কোন গণ্ডগোল পাকাতে না পারে বিজেপি সেইজন্য সকলকে সচেতন থাকতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্যর মাঝেই নীল আকাশে খানিকটা মেঘ উঠেছিল তা দেখে তিনি সকলেই বলেন সাবধানে বাড়ি যাবেন। এরপরই তিনি প্রার্থী শান্তিরাম মাহাতো কে কাছে ডেকে তার হাত উর্ধে তুলে ধরেন এবং বলেন শান্তিরাম মাহাতো তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী। যে উন্নয়ন বিজেপি করে নি সেই উন্নয়নের জন্য শান্তিরাম মাহাতো কে ভোট দিতে হবে। উপস্থিত কর্মীরাও চিৎকার করে সঙ্গে সঙ্গে বলেন এবার ভোট শান্তিরাম মাহাতোকেই দেবেন তাঁরা। মমতা চ্যালেঞ্জের সঙ্গে আরও বলেন, আগামী দিনে ভারতবর্ষে বিজেপিকে বর্জন করবে মানুষ। আর দেশ বাঁচাবে তৃণমূল, দেশ গড়বে তৃণমূল।

গুজরাত বিশ্ববিদ্যালয় জারি করল নোটিশ

তারাবিহর সময় আক্রান্ত বিদেশি ছাত্রদের হস্টেল ছাড়ার নির্দেশ

আপনজন ডেস্ক: আহমদাবাদের গুজরাত বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলে রমজান মাসের তারাবিহ-র নামাজ পড়ার কারণে কয়েকজন বিদেশি শিক্ষার্থীর উপর হামলার কয়েক সপ্তাহ পর ছয় আফগান ও পূর্ব আফ্রিকার এক শিক্ষার্থীকে হস্টেলের ঘর খালি করে দিতে বলা হয়েছে। গত ১৬ মার্চের হামলার কয়েকদিন পর একটি আফগান ও গাম্বিয়ার একটি প্রতিনিধি দল গুজরাত বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করে এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে উপাচার্যের সঙ্গে বৈঠক করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নীরজা গুপ্তা বলেন, আফগানিস্তানের ছয় ও পূর্ব আফ্রিকার এক পড়ুয়াকে হস্টেলের ঘর খালি করতে বলা হয়েছে। তিনি বলেন, এই ব্যক্তিরা পড়াশোনা শেষ করে কিছু প্রশাসনিক কাজ মুলতুবি থাকার কারণে প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে হোস্টেলে থাকছিলেন।
বিশ্ববিদ্যালয় নিশ্চিত করেছে যে তাদের আর হোস্টেলে থাকার প্রয়োজন নেই এবং তাদের নিজ নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, আমরা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সম্পন্ন করেছি এবং তারা এখন নিরাপদে তাদের দেশে ফিরে যেতে পারে। আমরা কোনও প্রাক্তন ছাত্রকে আমাদের হোস্টেলে রাখতে চাই না। আমরা সংশ্লিষ্ট দেশের কনস্যুলেটগুলিকে অবহিত করেছি এবং তারা এই শিক্ষার্থীদের হোস্টেল খালি করার নির্দেশও দিয়েছে। তিনি বলেন, গুজরাত বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩০০ জনেরও বেশি আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ভর্তি রয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, রমজান মাসে একটি ব্লকে তারাবিহর পড়ার কারণে ১৬ মার্চ রাতে প্রায় দুই ডজন লোক সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলে ঢুকে বিদেশ থেকে আসা শিক্ষার্থীদের মারধর করে। এ ঘটনায় শ্রীলঙ্কা ও তাজিকিস্তানের দুই শিক্ষার্থীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, গুজরাত বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে রমজানের তারাবিহ নামাজ পড়ার অভিযোগে গত ১৬ মার্চ বাংলাদেশ, উজবেকিস্তান, আফগানিস্তান-সহ বিভিন্ন দেশ থেকে আসা মুসলিম পড়ুয়াদের মারধর করে একদল দুষ্কৃতী। গেরুয়া শাল পরা গুন্ডাদের হামলার একটি ভিডিও ভাইরাল হয়। পুলিশ কমিশনার জিএস মালিক জানান, রাত ১০টা ৫০ মিনিট নাগাদ প্রায় দু'ডজন মানুষ গুজরাত বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে ঢুকে পড়েন এবং অন্য দেশ থেকে আসা পড়ুয়াদের নামাজ পড়ার বিষয়ে আপত্তি তোলেন। পড়ুয়াদের অভিযোগ ছিল, আহমেদাবাদ ক্যাম্পাসে কোনও মসজিদ না থাকায় তারা হোস্টেলের ভিতরেই জড়ো হয়েছিলেন রমজান মাসে রাতে তারাবিহর নামাজ আদায় করার জন্য। আফগানিস্তান থেকে আসা এক শিক্ষার্থী জানান, এরপর একদল উন্মত্ত জনতা এসে হোস্টেলে তাদের নামাজ পড়ার অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলে স্লোগান দেয়। এমনকি তারা আমাদের কক্ষের ভেতরে হামলা চালায়, ল্যাপটপ, ফোন ভাঙচুর করে এবং বাইক ভাঙচুর করে। আহত পাঁচজনের মধ্যে একজন আফগানিস্তানের, একজন শ্রীলঙ্কার, একজন তুর্কমেনিস্তানের এবং দুজন আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের নাগরিক। জানা গিয়েছে, হস্টেলের নিরাপত্তারক্ষী হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করা সত্ত্বেও হামলাকারীরা হামলা চালাতে সক্ষম হয়। এক আফগান ছাত্র জানান, পুলিশ ঘটনাস্থলে এলেও তারা জনতাকে পালিয়ে যেতে দেয়। এই ঘটনার পর বিদেশি পড়ুয়ারা গুজরাত বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ জানান তাদেরকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যেতে।
পুলিশ কমিশনার জিএস মালিক জানান, আফগানিস্তান, তাজিকিস্তান, শ্রীলঙ্কা এবং আফ্রিকার দেশগুলি সহ গুজরাত বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৩০০ জন আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ভর্তি রয়েছেন। প্রায় ৭৫ জন বিদেশি পড়ুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এ-ব্লক হোস্টেলে থাকেন, যেখানে ঘটনাটি ঘটে। এই মামলার তদন্তের জন্য ক্রাইম ব্রাঞ্চের চারটি এবং ডিসিপির অধীনে স্থানীয় পুলিশের পাঁচটি সহ নয়টি দল গঠন করা হয়। এ ঘটনায় জড়িত কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়। গুজরাত বিশ্ববিদ্যালয়ের তবে এফআইআর দায়ের করাও হয়েছিল। সেই ঘটনার পুলিশি তদন্ত চলাকালীন গুজরাত বিশ্ববিদ্যালয় সাতজন বিদেশি মুসলিম পড়ুয়াকে হস্টেল ছেড়ে চলে যেতে বলায় প্রশ্ন উঠছে, আক্রমণকারীর গেরুয়া সমর্থকদের চাপেই কি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হল?

৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে কেন্দ্র টাকা না দিলে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান শুরু করে দেবে রাজ্য: অভিষেক

সেখ মহম্মদ ইমরান ● ঘাটাল

আপনজন: তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা দলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রবিবার ঘাটালের জনসভায় অভিযোগ করেছেন, বিজেপি সিবিআই এবং ইডিকে পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলকে ভয় দেখানোর জন্য ব্যবহার করছে। যদিও তিনি প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেন, রাজ্যের মানুষ কিন্তু তৃণমূলের সাথেই রয়েছে। ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের এক জনসভায় তিনি দাবি করেন, গেরুয়া শিবির বহিরাগতদের দল, যারা ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে কলকাতায় উনিশ শতকের সমাজ সংস্কারক তথা বাঙালি আইকন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবক্ষ মূর্তি ভাঙার জন্য দায়ী।
অভিষেকের অভিযোগ, বিজেপি, ইডি, সিবিআই তাদের পাশে থাকতে পারে, যারা তাদের অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলছে তাদের হুমকি দিচ্ছে। সংবাদমাধ্যমের বন্ধুদের একাংশও বিজেপির পাশে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু বাংলার মানুষ তৃণমূলের সঙ্গে রয়েছেন বলে অভিষেকের দাবি। এদিনের জনসভায় মূলত ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানকেই হাতিয়ার করেন অভিষেক। নদীর তলদেশ খনন ও রাজ্যের অন্তত ১০টি প্রধান নদীর বাঁধ মজবুত করার মেগা প্রকল্প 'ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান' আটকে দেওয়ার জন্য বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে অভিষেক ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী অভিনেতা দীপক অধিকারী (দেব)-কে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান। অভিষেক উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে বলেন, ঘাটালের মানুষের কাছে আমাদের আবেদন -এবারের নির্বাচন ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান, লক্ষী ভান্ডার ও আবাস যোজনার নামে দেবেন। জবাব দেবেন কেন্দ্রীয় বঞ্চনার।
পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ছয়টি বিধানসভা কেন্দ্র এবং পূর্ব মেদিনীপুরের একটি বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে গঠিত ঘাটাল একটি নিচু নদী অঞ্চল যা প্রায় প্রতি বছরই বন্যায় আক্রান্ত হয়। কেন্দ্র ২০২২ সালের জুন মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১,৫০০ কোটি টাকার ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান অনুমোদন করে। ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান কার্যকর করার কথা। কেন্দ্র তা না করলে রাজ্য তা কার্যকর করবে বলে জানান অভিষেক।
অভিষেক আরও বলেন, বছরের ২৬ হাজার কোটি টাকা আমরা লক্ষী ভান্ডার কন্যাশ্রী এর মতো প্রকল্পের জন্য মানুষের জন্য দিতে যদি পারি ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য পনেরশো কোটি টাকা ও আমরাই দিতে পারব। কথা দিয়ে গেলাম আগামী ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে সেই কাজ শুরু হয়ে যাবে। একই সঙ্গে আরো একটি ঘোষণা করে যাচ্ছি-যে সমস্ত বাসিন্দারা ২০১৭-১৮ সাল থেকে আবাস যোজনার বাড়ির জন্য আবেদন করেছেন। কেন্দ্রের টাকা না দেওয়ার জন্য যারা পাননি, তাদের উদ্দেশ্যে বলছি-কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বাংলার এ লড়াইয়ের যারা বাংলার হাত শক্ত করবে, যেই এলাকা থেকে এই হাত শক্ত করা হবে, পঞ্চায়েত বা বিধানসভা হোক, সেই এলাকাতেই ৩১ শে ডিসেম্বরের মধ্যে ওই আবাস যোজনার টাকা একাউন্টে ক্রেডিট হয়ে যাবে প্রথম দফার। কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী না হয়েই আমরা সেই টাকা দেব।
অভিষেক বলেন, আমি দেবকে এই বৈষম্যমূলক মোদী সরকারের উপর নির্ভর না করতে বলেছি। আমি ফেব্রুয়ারিতে তাকে তৃতীয়বারের জন্য লড়াইয়ে নামতে রাজি করিয়েছিলাম। ২০১৪ সাল থেকে ঘাটালের সাংসদ দেব। জল্পনা ছিল যে তিনি এবার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে রাজি নন। কিন্তু অবশেষে রাজি হন।
বিজেপিকে 'বাংলা-বিরোধী' আখ্যা দিয়ে অভিষেক দাবি করেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ছ'বছর আগে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির কৃষকদের দুর্দশা লাঘবে প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত কোনও অ্যাকশন প্ল্যান ঘোষণা করা হয়নি।
ঘাটালের বিজেপি প্রার্থী তথা আর এক অভিনেতা রাজনীতিবিদ হওয়া হিরণ চট্টোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে তৃণমূলের হেভিওয়েট নেতা দাবি করেন, হিরণ তৃণমূলে যোগ দিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসে গিয়েছিলেন। কিন্তু তার সেই আর্জি খারিজ হয়ে যায়।
এ বিষয়ে অভিষেক বলেন, পাঁচ-ছয় মাস আগে উনি আমার অফিসে এসে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু এমন সুবিধাবাদী মানুষদের জায়গা আমাদের নেই, যাদের কোনো নীতি নেই। তিনি আর আসেননি এবং পরে অস্বীকার করেছেন যে ২০২১ সালের পরে তিনি কখনও আমার সাথে দেখা করেননি। আচ্ছা, আমি যদি তার সফরের সিসিটিভি ফুটেজ বের করি, তাহলে তার প্রতিক্রিয়া কী হবে? অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমরা রাজনৈতিকভাবে লড়াই করতে চাই বলে তা করতে চাই না। এক বিজেপি নেতা এনআইএ-র হাতে গ্রেফতার হওয়ার ভয়ে তৃণমূল নেতাদের তালিকা তুলে দিয়েছেন বলে তার দলের দাবির পুনরাবৃত্তি করে অভিষেক বলেন, আমাদের কাছে প্রমাণ রয়েছে। অকাট্য প্রমাণ রয়েছে। বিজেপি আমাদের অভিযোগের জবাব দিক। আমরা সঠিক সময়ে সিসিটিভি ফুটেজ তৈরি করব।

কেউ না থাক আমার পাশে আল্লাহ আছে: শাহজাহান

আপনজন ডেস্ক: সন্দেশখালি কাণ্ডে ধৃত তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহান এখন কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা ইডির হেফাজতে। এর আগে, প্রথমে ছিলেন রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের হেফাজতে। এর পর সিবিআইয়ের হেফাজতেরও তাকে থাকতে হয় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য।
রেশন দুর্নীতি মামলায় তৎকালীন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে গ্রেফতারির পর তদন্তে নেমে ইডি সন্দেশখালিতে অভিযানে গেলে তারা আক্রান্ত হন। সেই মামলায় প্রধান আসামী হিসেবে শাহজাহান কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার হেফাজতে। ইতিমধ্যে, তৃণমূল কংগ্রেস তাকে বহিষ্কারের ঘোষণা দিয়েছে। তৃণমূলের তরফে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, দল তার পাশে নেই। যদিও, ইডি হেফাজতে নেওয়অর সময় শাহজাহান অভিযোগ করেছিলেন তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হয়েছে। তাকে ফাঁসানো হচ্ছে। রবিবার দুপুরে সল্টলেক সিজিও কমপ্লেক্স থেকে জোকা ইএসআই হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে সেখানে তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়। সাংবাদিকরা শেখ শাহজাহানকে জিজ্ঞাসা করেন, কে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে? তার উত্তরে শাহজাহান বলেন, কেই না থাক আমার পাশে আল্লাহ আছে।

প্রথম নজর

অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সরব বায়রন বিশ্বাস

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: জঙ্গিপুর লোকসভায় তৃণমূল প্রার্থী খলিলুর রহমানের বিরুদ্ধে নির্দল প্রার্থী হয়েছেন আসাদুল বিশ্বাস নামে এক ব্যক্তি। তিনি সাগরদিঘীর বিধানসভার বিধায়ক বায়রন বিশ্বাসের পরিবারের সদস্য বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় চর্চা শুরু হয়েছে। আজ যা নিয়েই কার্যত ক্ষোভ প্রকাশ করলেন সাগরদিঘী বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক বায়রন বিশ্বাস। রবিবার সামশেরগঞ্জের ডাকবাংলায় তার বাসভবনে বায়রন বিশ্বাস বলেন, সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অভিযোগ। ওই প্রার্থীর সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। পাশাপাশি বায়রন বিশ্বাস জানান, সাগরদিঘীতে লিড দিয়ে দেখিয়ে দেবো আমি কার হয়ে কাজ করেছি। এদিকে নাম না করে দলের চেয়ারম্যান তথা জঙ্গিপুরের বিধায়ক জাকির হোসেনের উদ্দেশ্যে বলেন, সাগরদিঘী নিয়ে বেশি মাথা ব্যথা না করে নিজের এলাকা দেখুন। এদিকে জঙ্গিপুর লোকসভায় নির্দল প্রার্থী লড়াইয়ের বার্তা দেওয়ার পর আসাদুল বিশ্বাসের দাবি, স্ব-ইচ্ছায় আমি ভোট দাঁড়িয়েছি। কেউ আমাকে জোর করে দাঁড় করায়নি।

ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে নিখোঁজ মালদার শ্রমিক

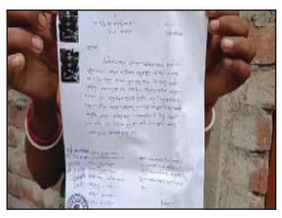

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: রোজগারের তাগিদে ভিন রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ মানিকচকের এক যুবক। পরিবারের সদস্যকে ফিরে পেতে আশায় রয়েছে পরিবারের লোকজন। নিখোঁজ যুবকের নাম দাসু মন্ডল।বয়স আনুমানিক ৩০ বছর। বাড়ি মালদার মানিকচকের মথুরাপুর ফত্তেনগর এলাকায়।পরিবারে রয়েছে বৃদ্ধ মা,বাবা এবং একটি ভাই।

জানা গেছে বিগত দশদিন আগে চেন্নাইয়ে নির্মাণীয়মান সংস্থায় কাজ করতে যায় ওই যুবক। পরিবারের লোকজনের অভিযোগ সেখান থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয় দাসু। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও কোন সন্ধান মিলেনি যুবকের।শনিবার মানিকচক থানায় নিখোঁজ অভিযোগ দায়ের করা হয়।নিজের ছেলেকে ফিরে পেতে ব্যাকুল হয়ে রয়েছে মা অনিমা মন্ডল।

প্রবল দাবদাহকে উপেক্ষা করে ভোট প্রচার মহুয়ার

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ায় গ্রীষ্মের দাবদাহকে উপেক্ষা করে ভোট প্রচার চলছে সমস্ত রাজনৈতিক দলের। কৃষ্ণনগরে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মহুয়া মৈত্র অন্যদিকে রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী মুকুট মণি অধিকারী। শনিবার হুট খোলা গাড়ি করে কৃষ্ণনগর দু'নম্বর ব্লকে নির্বাচনীয় ভোট প্রচার করছে জেলার যুব সভাপতি কে সঙ্গে নিয়ে কখনো কখনো রাস্তায় দাঁড়িয়ে ডাবের জল দিয়ে গোলাপে যাচ্ছেন।শান্তিপুরের বিধায়ক ব্রজ কিশোর গোস্বামী এবং শান্তিপুরের পৌরপতি সুব্রত ঘোষ, তার সাথে শান্তিপুর শহরের তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি নরেশ লাল সরকারকে সাথে নিয়ে, শান্তিপুর শহরের একাধিক জায়গায় ভোট প্রচার করলেন তৃণমূল প্রার্থী মুকুটমনি অধিকারী। ভোট প্রচারে বেরিয়ে সাধারণ মানুষের প্রচুর সাড়া পাচ্ছেন এমনটাই জানাচ্ছেন তৃণমূল প্রার্থী মুকুটমণি অধিকারী তবে প্রাক্তন সাংসদ জগন্নাথ সরকার করোনা থেকে শুরু করে, কোন সময়ই সাধারণ মানুষের পাশে ছিলেন না। সুতরাং এ বছর মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষেই রায় দেবে বলেই আশাবাদী মুকুট।কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্র মূলত সংখ্যালঘু ভোটের ওপরে নির্ভরশীল সংখ্যালঘু ভোট যদি কে বেশি পড়বে সেই দিকেই নির্বাচিত হবে। মহুয়া মৈত্র চাপড়া ব্লকে নির্বাচনীয় প্রচারে এসে জানান, আর মাত্র কয়েকটা দিন পরেই ঈদ পালিত হবে। সকলকে আগাম ঈদের শুভেচ্ছা রইল গত লোকসভা নির্বাচনে চাপড়া বিধানসভা থেকে মহুয়া মৈত্র ৫৬ হাজারেরও বেশি ভোটে জয়ী হয়। এবার তার টার্গেট চাপড়া ব্লকে অন্তত ৬০ হাজারের বেশি ভোটে নির্বাচিত হবে। চাপড়া মানুষের উপরে তার একটা ভরসা রয়েছে এবং তাকে দুহাত ভরে আশীর্বাদ করবে। চাপড়া ব্লকের হাতিশালা দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে হৃদয়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত পর্যন্ত হুটখোলা গাড়ি করে প্রচার ছাড়লেন সঙ্গে ছিলেন চাপড়া ব্লকের প্রাক্তন ব্লক সভাপতি জেবের শেখ, বর্তমান ব্লক সভাপতি শুকদেব ব্রহ্ম সহ প্রমুখ।

তিন আসনে প্রার্থী ঘোষণা কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: রাজ্যে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে উলুবেড়িয়া-সহ ৩ আসনের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে কংগ্রেস। রবিবার যে তিনজন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তার মধ্যে বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রে কংগ্রেসের প্রার্থী নির্বাচিত করা হয় প্রদীপ বিশ্বাসকে। উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসের প্রতীক চিহ্নে লড়াই করবেন আজাহার মল্লিক এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল থেকে কংগ্রেসের প্রার্থী ডক্টর পাপিয়া চক্রবর্তী। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে,গত ২১ মার্চ ৮ আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে এআইসিসি। বহরমপুর, কলকাতা উত্তর, পুরুলিয়া, বীরভূম, জঙ্গিপুর, মালদহ উত্তর, মালদহ দক্ষিণ এবং রানিগঞ্জের প্রার্থীদের নামের তালিকা প্রকাশ করা হয়।

মগরাহাট প্রেসক্লাবে ঈদ বস্ত্র বিতরণ

সাইফুল লস্কর ● মগরাহাট

আপনজন: মগরাহাট প্রেসক্লাবের উদ্যোগে ও গোপাল কর্মকার মেমোরিয়াল সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সহযোগিতায় ঈদ বস্ত্র উপহার ও ইফতার মজলিশের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান কেরাত পাঠ দিয়ে সূচনা করা হয়। এই দিনে অনুষ্ঠানে ঈদ উপলক্ষে ৭০ জন মহিলা, ৩৫ জন শিশু, ও ৫০ জন যুবকদের ঈদ বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। ২০০ রোজাদারদের ইফতারের ব্যবস্থা করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মগরাহাট ব্লক সভাপতি রুনা ইয়াসমিন, মগরাহাট ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. সৌরভ বিশ্বাস, ডায়মন্ড হারবার প্রেস কর্নারের সভাপতি কিংশুক ভট্টাচার্য, গোপাল কর্মকার মেমোরিয়াল সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির অমল কর্মকার, সমাজসেবী কনা সাহা, তপন চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। এছাড়া, মগরাহাট প্রেস ক্লাবের সম্পাদক ওয়ারিশ লস্কর সহ ২৫ জন সাংবাদিক হাজির ছিলেন।

রাতের অন্ধকারে গ্রামে কোন আগন্তুক এলে মহিলারা শঙ্খ বাজান, উলুধ্বনি দিন: কুনাল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● তমলুক

আপনজন: অর্জুন নগরের সভামঞ্চ থেকে শুভেন্দু অধিকারীকে হুঁশিয়ারি কুনাল ঘোষের। এনআইএ মিথ্যে মামলায় দুই তৃণমূল নেতৃত্বকে গ্রেফতার করেছে, বলে তোপ দাগেন কুনাল ঘোষ। কুনাল ঘোষ গ্রাম বাংলার মহিলাদের নতুন টিপস দেন।

তিনি বলেন, এখন থেকে রাত দুপুরে কোন এজেন্সির বেশে কোন আগন্তুক এলে তাকে ঘিরে রাখতে হবে। গ্রামের সব মহিলাদের এক জায়গায় জড়ো করতে শঙ্খ বাজাতে হবে উলুধ্বনি দিতে হবে। পুলিশ না আসা পর্যন্ত রাতের অন্ধকারে কেউ গ্রামে ঢুকলে তাকে ঘিরে রাখুন।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভূপতি নগরেরঅর্জুননগর অঞ্চলে তৃনমূল কংগ্রেস কমিটির আয়োজনে জনগর্জন সভা অনুষ্ঠিত হয় রবিবার।পূর্ব মেদিনীপুর জেলার

ভগবানপুর বিধানসভার অর্জুন নগরে জন গর্জন সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেই গ্রামের মহিলাদের এই নির্দেশ দেন কুণাল ঘোষ।নাড়ুয়াবিলা বোম বিস্ফোরণ কাণ্ডে তদন্তে এসে এনআইএ গ্রেফতার করে অর্জুন নগর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বলাই মাইতি ও নাড়ুয়াবিলা বুথ সভাপতি মনোব্রত জানাকে। এরপরেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে পড়ে। দুজন তৃণমূল নেতৃত্বকে বিনা অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শুধুমাত্র নির্বাচনের আগে তৃণমূল কর্মীদের ঘরছাড়া করতে এই ধরনের নক্কারজনক কাজ করছে বিজেপি। এই অভিযোগ সামনে এনে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রবিবার এই জনগর্জন সভা অনুষ্ঠিত হয়,অর্জুননগর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের সামনে।

এদিনের সভা থেকে কুনাল ঘোষ ও চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য তোপ দাগেন - রাজ্যের বিরোধী দলনেতার শুভেন্দু অধিকারী ও নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে। তাদের অভিযোগ বিজেপি ইডি, এন আই এ ব্যবহার করে এলাকার শান্ত পরিবেশ অশান্ত করার চেষ্টা করছে।

কুনাল ঘোষ ও চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলাই মাইতি ও মনাব্রত জানার স্ত্রীকে মঞ্চে ডেকে আশ্বস্ত করেন, সমস্ত কিছু উনারা দেখভাল করবেন। যেকোনো আইনজীবী লাগুক যেখানে যেতে হোক তারা যাবেন। কারণ এরাই হলো তৃণমূলের আসল সম্পদ। পাশাপাশি এই দিনের মঞ্চ থেকে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে হুঁশিয়ারি দেন কুনাল ঘোষ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

কেতুগ্রামে প্রচারে কাজল

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে উন্নত,ঐক্যবদ্ধ ধর্মনিরপেক্ষ এবং প্রগতিশীল ভারত গড়ার লক্ষ্যে সর্বভারতীয় তৃণমূল-কংগ্রেসের বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের মনোনীত প্রার্থী মাননীয় অসিত কুমার মালের সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারে কেতুগ্রাম বিধানসভার পালিটা অঞ্চলের গোন্নাসেরান্দি গ্রামে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলার সভাধিপতি কাজল শেখ, নানুরের বিধায়ক বিধানচন্দ্র মাঝিও অন্যান্য তৃণমূলের নেতৃবৃন্দ।

শতাব্দী রায়ের বিরুদ্ধে নির্বাচনী বিধি ভঙ্গের নালিশ মিল্টন রশিদের

মোহাম্মাদ সানাউল্লা ● রামপুরহাট

আপনজন: তৃণমূলের শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করলেন শতাব্দী রায়। তাকে ঘিরে শুরু হলো বিতর্ক। রবিবার দুপুরে শিক্ষক সংগঠনের বৈঠকটি হয় সিউড়ির ইন্দিরা অনুষ্ঠান ভবনে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বীরভূম প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান প্রলয় নায়েক, বীরভূম জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি অরিন্দম বোস সহ অন্যান্যরা। তৃণমূলের প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সদস্যদের নিয়ে বৈঠককে কেন্দ্র করে মিল্টন রশিদের দাবি, যে শিক্ষকরা ভোট কর্মী তাদেরকে কাজে লাগাতে চাইছে তৃণমূল প্রার্থী শতাব্দী রায়। যদিও বৈঠকে শিক্ষকদের কি বলা হয়েছে না বলা হয়েছে সে ব্যাপারে শিক্ষক সংগঠনের সদস্যরা বৈঠকের মুখে কুলুপ এঁটেছেন। এদিন রামপুরহাট কংগ্রেস কার্যালয়ে মিল্টন রশিদ প্রেস কনফারেন্স করে বলেন, বীরভূম লোক সভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শতাব্দী রায় তিনি অসাংবিধানিক, অগণতান্ত্রিক কাজ করেছেন। এখন আমরা নির্বাচনী আচরণ বিধীর আওতায় আছি। অথচ শিক্ষকদের ডেকে পার্টির কাজ করার অপচেষ্টা করেছেন তৃণমূল প্রার্থী। এছাড়াও শিক্ষকদের উপর ভরসা করে মিল্টন রশিদ বলেন, শিক্ষকদের যথেষ্ট নির্বাচনী অভিজ্ঞতা আছে। তারা জানেন নির্বাচনী কাজ কিভাবে করতে হয়।অথচ সেই অভিজ্ঞ শিক্ষকদের ডেকে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করে পার্টির কাজে লাগাতে চাইছেন শতাব্দী রায়। তৃণমূল প্রার্থী শিক্ষকদের নিয়ে বৈঠক করে যে অপরাধ করেছেন, তার বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ করবেন বলে জানিয়েছেন বীরভূম কেন্দ্রের বাম কংগ্রেস জোট প্রার্থী মিল্টন রশিদ।

বিজেপি কর্মীর স্ত্রীরা ঘাসফুলে ভোট দেবেন, দাবি সুজাতার

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সুজাতা মন্ডল এর সমর্থনে জয়পুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি কৌশিক বটব্যালের নেতৃত্বে জয়পুর ভাস্করানন্দ মঞ্চে একটি কর্মী সভার আয়োজন করা হয়। সেখানে বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁয়ের সাথে তার বিচ্ছেদের সময় তৃণমূল কংগ্রেসে উত্থানের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন সুজাতা মন্ডল। বড়জোড়া এবং বাঁকুড়ার বেশ কয়েকজন তৃণমূল নেতার নাম করে তিনি বলেন তারা মজা করে একদিন বলতো তুই এমপি দাঁড়াবি এই যে মানুষগুলো পেছন থেকে বলবে ফাইট সুজাতা ফাইট। অন্যদিকে তিনি বলেন প্রচারে গিয়ে লক্ষীর ভান্ডার নিয়ে অভূতপূর্ব সারা পেয়েছেন তিনি, তিনি বলেন এবারে বিজেপির স্বামীরা এপ্রিল ফুল হবে। বিজেপির স্বামীদের তাদের বউরা বলবে ভোটটা বিজেপিকেই দেবো, যখন দেখবেন ভোটের বোতাম টেপার সময় হবে ওই মমতাদির মুখটা মনে পড়ে যাবে লক্ষীর ভান্ডার এর কথা মনে পড়ে যাবে। তখন ভোটটা দেবে তৃণমূল কংগ্রেসকে জোড়া ফুলকে।

পথভিক্ষুকদের ডেকে এনে ঈদ বস্ত্র প্রদান মঙ্গলকোটের পুলিশের

পারিজাত মোল্লা ● মঙ্গলকোট

আপনজন: ওরা ভিক্ষা করে দুয়ারে - দুয়ারে,দোকানে - দোকানে। কেউ বা একটাকা - দুটাকা দেয়। কেউ বা দেয়না। কারও কাছে দুপুরে খাওয়ার অনুরোধ জানালে কেউ খাইয়ে তৃপ্তি পায়। কেউ বা অপমান করে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়।হ্যাঁ, এরা পথভিক্ষুক। অন্যরা যখন উৎসবে নুতন নুতন জামাকাপড় পরে ঘুরে বেড়ায় মহা-আনন্দে। এরা তখন কঠিন বাস্তবতাকে মেনে নীরবেই রয়ে যায়। ঠিক এহেন পেক্ষাপটে পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের মানবিক উদ্যোগের যথার্থ প্রতিফলন দেখা গেল মঙ্গলকোট থানায়। রবিবার দুপুরে মঙ্গলকোট থানা চত্বরে দুশোর বেশি সংখ্যালঘু পথভিক্ষুকদের বস্ত্র তুলে দিল মঙ্গলকোট থানার পুলিশ। এদিন মঙ্গলকোট ব্লকের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংশ্লিষ্ট এলাকার সিভিক ভিলেজ পুলিশদের তদারকিতে তাঁদে কে বাড়ি থেকে টোটোয় চাপিয়ে আনা হয় থানায়। মহিলাদের শাড়ি, পুরুষদের লুঙ্গি সহ অন্যান্য বস্ত্রসামগ্রী তুলে দেন মঙ্গলকোট থানার আইসি মধুসূদন ঘোষ। আইসি সাহেব বলেন, পুলিশের সামাজিক কাজকর্মের মধ্যে অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়ানোটা অন্যতম বলে মনে করি। পুলিশের এহেন মানবিকতায় আপ্লূত পথভিক্ষুকরা। আনিকা বিবি, ঈদু সেখ প্রমুখ জানিয়েছেন, পবিত্র রমজান শেষে ঈদের নুতন পোষাক পেয়ে আমরা খুশি। নুতন বড়বাবু আমাদের কথা ভেবেছেন,তাতে আমরা কৃতজ্ঞ। এদিন বিকেলে মঙ্গলকোট গ্রামের কারিগর পাড়ায় মাজার শরিফে বিশাল ইফতার মজলিসের আয়োজন করা হয়। ছশোর বেশি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি এই ইফতারে যোগ দেন।প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মঙ্গলকোট থানার আইসি মধুসূদন ঘোষ।

ডাম্পারে সমস্যা হওয়ায় পথ আটকে বিক্ষোভ

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: খয়রাশোল ব্লকের অধীনস্থ গঙ্গারামচক ও কৃষ্ণপুর-বড়জোর এলাকায় অবস্থিত দুটি খোলা মুখ কয়লাখনি। সেগুলো থেকে কয়লা উত্তোলনের বরাত পায় একটি বেসরকারি সংস্থা।সড়কপথে ডাম্পার সহযোগে হজরতপুর সাইডিং এ কয়লা মজুদ করা হয়, এরপর রেল পথে মালগাড়ি করে বিভিন্ন স্থানে চালানো হয়।সেরূপ গঙ্গারামচক কয়লা খনি থেকে ডাম্পার করে কয়লা নিয়ে যাবার সময় পথ চলতি মানুষজন সহ স্থানীয় লোকজন ও নানান সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ।সেই প্রেক্ষিতে রবিবার নওপাড়া-হজরতপুর যাওয়ার রাস্তা অবরোধ করে এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন হজরতপুর ব্যবসায়ী সমিতি ও স্থানীয় বাসিন্দারা। রবিবার সকাল সাড়ে দশটা থেকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে গঙ্গারামচক খোলা মুখ কয়লা খনি থেকে আসা কয়লা ভর্তি শতাধিক ডাম্পার। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী জানা যায় তখনো চলছে পথ অবরোধ। তাদের মূলত দাবি অত্যাধিক ওভারলোডিং গাড়ি চলাচলের ফলে দুর্ঘটনার সংখ্যা বাড়ার পাশাপাশি পরিবেশ পর্যন্ত দূষিত হচ্ছে। অবিলম্বে মূল রাস্তা ছেড়ে বিকল্প রাস্তা করতে হবে। যতক্ষণ না তাদের দাবি মানা হবে এবং কয়লা উত্তোলনকারী সংস্থা কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা তাদের সাথে আলোচনায় না বসা পর্যন্ত এই অবরোধ চলবে বলেই হুঁশিয়ারি হজরতপুর ব্যবসায়ী সমিতি ও গ্রামের বাসিন্দাদের। এদিন হজরতপুর গ্রামের প্রায় শতাধিক মহিলা এই অবরোধ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে এরূপ ঘটনার প্রেক্ষিতে নোওপাড়া গ্রামবাসীদের লাগাতার বিক্ষোভ আন্দোলনের ফলে সংস্থা পিছু হটতে বাধ্য হয় এবং বিকল্প রাস্তার ব্যবস্থা করা হয় ।

বাগনানের বিদ্বজ্জন সজল মুখার্জি প্রয়াত

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: প্রয়াত সজল মুখার্জি। হাওড়া জেলার বাগনানে মুখার্জি পরিবারের বিশিষ্ট বিদ্বজ্জন সজল মুখার্জি আজ সকালে পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। বাগনানের কানাইপুর গ্রামের এক অতি সাধারণ পরিবারে তাঁর জন্ম। গ্রামের আর দশটা পরিবারের মতো বেড়ে উঠলেও শিক্ষার প্রতি তৈরি হয় একদম ছোটবেলা থেকে তীব্র আকাঙ্ক্ষা। নিজে কৃতী ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও পারিবারিক অনটনের কারণে বারো ক্লাসের পর নিজের পড়া বন্ধ রেখে ভাইদেরকে মানুষ করার দিকে নজর দেন তিনি। পরের ভাইকে গ্রাজুয়েশন করার পর দীর্ঘ ১০ বছর পর নিজে গ্র্যাজুয়েট হন। এরপর আবার ছোট ভাইকে মাস্টার ডিগ্রি পড়ানোর পর মেজ ভাইকে মাস্টার্স করার পথ দেখান। দুই ভাই-ই আজ শিক্ষা জগতে বিভিন্নভাবে অবদান রেখে চলেছেন।

গরিবদের বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে থানার আইসি

বিশেষ প্রতিবেদক ● কালিয়াচক

আপনজন: আসন্ন ঈদ উপলক্ষ্যে দু:স্থ সেবায় মাতল হিলফুল ফজুল নামে একটি সংস্থা। দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা গরিব মানুষদের পাশে থেকে আসছেন। রবিবার কালিয়াচকের নবীনগর বাজারে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দু:স্থদের নতুন পোশাক এবং আর্থিক সাহায্য তুলে দেন সদস্যরা। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করেন কালিয়াচক থানার আইসি সুমন রায় চৌধুরি। তিনি বলেন, 'ফি বছর হিলফুল ফুজল বিভিন্ন সামাজিক কাজ করে থাকে। ইদের আগেও গরিব মানুষদের পাশে দাঁড়ান। এবারও তার অন্যথা হয় নি।' আইসি ছাড়াও হাজির ছিলেন আয়োজক সংগঠনের সভাপতি তথা মোহাম্মদীয় হাই মাদ্রাসায় অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক আনিসুর রহমান, সম্পাদক হাজেরুল ইবকার, শিক্ষারত্ন শিক্ষিকা তানিয়া রহমত প্রমুখ। উদ্যোক্তারা জানান, ২০০৮ সাল থেকে এই সংস্থা চালু হয় মানব কল্যাণের জন্য। হিলফুল ফজুলের তাৎপর্য ও এই মহতি কাজের উদ্দেশ্য তুলে ধরেন। সেবাই হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য কাপড়, ও আর্থিক মূল্য সহ ২০০ জনকে দেওয়া হয়। মহিলাদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। এদিনের অনুষ্ঠানে সম্পাদক ডক্টর হাজেরুল ইবকার জানান, মহতি উদ্দেশ্যে এই সংস্থা চালু হয়েছে। কৃতী দু:স্থদের আর্থিক সাহায্য সংবর্ধনা যেমন করে থাকি আমরা, তেমনই শীতকালে কম্বল বিতরণ এবং গরীব দুঃস্থদের পোশাক বিতরণ করি। এদিন ২৭ রমজানে এলাকার গরিব দুস্থ মানুষদের শাড়ি আর কিছু মানুষদের আর্থিক সহযোগিতা করা হয় যাতেওদের মুখে হাসি ফোটানোই উদ্দেশ্য।

ক্যানিং বিধায়কের উদ্যোগে জলসত্র

কুতুব উদ্দিন মোল্লা ● ক্যানিং

আপনজন:প্রচন্ড গরমে সাধারণ মানুষ অতিষ্ট।তৃষ্ণা মেটাতে পানীয় জলের টিউবওয়েল খুঁজতে হিমশীম খেতে হয়।অগত্যা নিরুপায় হয়ে গাঁটের কড়ি খরচ করে পানীয় জল কিনে তৃষ্ণা মেটাতে হয় অধিকাংশ সময়ে।প্রচন্ড গরমে সাধারণ তৃষ্ণার্ত মানুষদের কে স্বস্তিঃ দিতে আসরে অবতীর্ণ হলেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস।

নিজ উদ্যোগে শনিবার ক্যানিং বাসষ্ট্যান্ড এলাকায় চালু করলেন 'জলসত্র'। তৃষ্ণা মেটাতে শুধুই পানীয় জলের আয়োজন নয়,সাথে রয়েছে ছোলা,বাতাসা।প্রতিদিনই হাজার হাজার মানুষজন তৃষ্ণা মেটাচ্ছেন । কেন এমন উদ্যোগ? প্রশ্নের জবাবে বিধায়ক পরেশরাম দাস জানিয়েছেন, ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভার অন্যতম প্রাণকেন্দ্রে সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার ক্যানিং শহর। ক্যানিং পশ্চিমের মানুষজন

দুহাত দিয়ে আশীর্বাদ করে আমাকে বিধায়ক পদে বসিয়েছেন।ক্যানিং সহ ক্যানিং থেকে নিত্যদিন যে সমস্ত মানুষজন বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াত করেন,তাঁদের যাতে অসুবিধা না হয়,বিধায়ক হিসাবে সেটা আমার উপর দায়িত্ব বর্তায়। ফলে প্রচন্ড গরমে মানুষ জল তেষ্টায় ভুগবেন সেটা যাতে না হয় তারজন্য 'জলসত্র' খোলা হয়েছে।আগামী যতদিন গরম আবহাওয়া থাকবে জলসত্র ততদিনই চলবে।'

অন্যদিকে সাধারণ পথচারী থেকে নিত্যযাত্রীরা বিধায়কের এমন মানবিক উদ্যোগ কে প্রশংসা করেছেন। উপস্থিত ছিলেন জেলাপরিষদ সদস্য সুশীল সরদার,দিঘীরপাড় পঞ্চায়েত প্রধান শিলাদিত্য রায় সহ অন্যান্যরা।

প্রথম নজর

লাইলাতুল কদরে আবুধাবির গ্র্যান্ড মসজিদে রেকর্ড ৭০ হাজার মুসল্লি

আপনজন ডেস্ক: লাইলাতুল কদরের রাতকে অনন্য মর্যাদা দিয়েছেন মহান আল্লাহতায়ালা। বলা হয়েছে, হাজার মাসের ইবাদতের চেয়েও এ রাতের ইবাদত উত্তম। আর সেই রাতেই আবুধাবির শেখ জায়েদ গ্রান্ড মসজিদে নামাজ পড়তে হাজির হয়েছিলেন ৭০ হাজারের বেশি মুসল্লি। বার্তা সংস্থা ওয়ামের খবর অনুসারে, পবিত্র লাইলাতুল কদরের রাতে (৬ এপ্রিল) আবুধাবির গ্রান্ড শেখ জায়েদ গ্রান্ড মসজিদে নামাজ আদায় করেছেন রেকর্ড ৭০ হাজার ৬৮০ জন মুসল্লি। মসজিদটি চালু হওয়ার পর থেকে একসঙ্গে এত মুসলিমের আগমন এর আগে আর কখনো দেখা যায়নি। একই রাতে আল আইন শহরের শেখ খলিফা গ্র্যান্ড মসজিদে নামাজ পড়েছেন ২৮ হাজার ৮৫০ জন মুসল্লি। তাদের মধ্যে ২৫ হাজার ১১৬ জন তাহাজ্জুদের নামাজে অংশ নেন, বাকিরা এশা ও তারাবিহ নামাজ পড়েন। স্থানীয় ইংরেজি দৈনিক দ্য ন্যাশনাল জানিয়েছে, এদিন মুসল্লিদের ভিড় সামলাতে ও যানজট কমাতে শেখ জায়েদ গ্র্যান্ড মসজিদের ভেতর একটি অতিরিক্ত ১ হাজার ৮০০টি পার্কিং স্পেস বরাদ্দ করা হয়েছিল। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য রাখা হয়েছিল ৭০টি বৈদ্যুতিক গাড়ি ও হুইলচেয়ার।

লাইলাতুল কদর কী?

লাইলাতুল কদর বা কদরের রাত হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এ রাতেই পবিত্র কোরআন নাজিল হয়েছিল। তাই মহান আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া আদায়ে ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা মসজিদসহ বাসা-বাড়িতে ইবাদত বন্দেগিতে মশগুল থাকেন। নামাজ আদায়, পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত, জিকির-আসকার, দোয়া, মিলাদ মাহফিলের মধ্য দিয়ে শবে কদরের রজনী কাটান তারা।

জলবায়ু কর্মী গ্রেটা থুনবার্গ আটক করেছে নেদারল্যান্ডস

আপনজন ডেস্ক: জলবায়ু ও পরিবেশ কর্মী গ্রেটা থুনবার্গকে আটক করেছে নেদারল্যান্ডসের পুলিশ। স্থানীয় সময় শনিবার জীবাশ্ম জ্বালানিতে দেয়া ভর্তুকির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে থুনবার্গসহ বেশ কয়েকজন হেগের একটি রাস্তা আটকে দেন। সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা জানিয়েছে, এক্সটিনশন রেবেলিয়ন এনভায়রনমেন্টাল গ্রুপের সঙ্গে আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন গ্রেটা থুনবার্গ। জীবাশ্ম জ্বালানিতে দেয়া ভর্তুকির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হেগের একটি রাস্তা আটকে দেন তারা। পরে দেশটির পুলিশ জানিয়েছে, শনিবারে চারশতাধিক মানুষকে আটক করা হয়। তাদের মধ্যে ১২ জনকে উস্কানি দেয়ার জন্য আটক করা হয়েছে। আটক ওই চারশতাধিক মানুষের মধ্যে থুনবার্গও ছিলেন। তবে তাকে আটকের কিছুক্ষণ পরেই ছেড়ে দেয়া হয় বলে জানায় অধিকারকর্মীরা। কিন্তু মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাস্তা আটক করে রাখা বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আবারও যোগ দেন গ্রেটা। সেখানেই তাকে দ্বিতীয়বার আটক করে পুলিশ ভ্যানে করে নিয়ে যাওয়া হয়। শনিবার সকালে ডাচ সিটি সেন্টার থেকে একটি মাঠে যান থুনবার্গসহ কয়েকশ' মানুষ। সেই মাঠের পাশে এ-১২ নামের একটি মহাসড়ক অবস্থিত। এর আগেও এই সংগঠনটি মহাসড়কটি আটকে দিয়েছিল এবং পুলিশ তাদের ছত্রভঙ্গ করতে জলকামানসহ অন্যান্য শক্তির ব্যবহার করে। এছাড়া মহাসড়ক অবরোধ করতে বাধা দিয়ে পুলিশ সতর্ক করে দেন। তবে ওই সময় কিছু বিক্ষোভকারী অন্য আরেকটি পথ দিয়ে মহাসড়কটি অবরোধ করতে সক্ষম হন। ওই সময় সেখানে যান থুনবার্গও। তবে তখন পুলিশি বাধায় তাদের বিক্ষোভ হঠাৎ করেই পণ্ড হয়ে যায়।

নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে সমাবেশে লাখো ইসরায়েলি

আপনজন ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে বিক্ষোভে নেমেছেন ইসরায়েলের হাজার হাজার মানুষ। দেশটির গণমাধ্যম সূত্র বলছে, অন্তত এক লাখ মানুষ নেতানিয়াহু সরকারের বিরুদ্ধে সমাবেশে অংশ নিয়েছেন। গাজায় জিম্মি চুক্তির দাবিতে তাদের এই কর্মসূচি। স্থানীয় গণমাধ্যমে বলা হয়েছে, বিক্ষোভকারীরা 'এখনই নির্বাচন' এবং 'ইলাদ, আমরা দুঃখিত' বলে স্লোগান দিচ্ছিলে। পরে পুলিশ জোরপূর্বক তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। সাম্প্রতিক সময়ে প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর পদত্যাগের দাবি খুব জোরালো হয়েছে। গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসন শুরুর পর থেকেই ইসরায়েলের অভ্যন্তরে বেশ চাপে রয়েছেন নেতানিয়াহু। গাজায় যারা জিম্মি হয়েছেন তাদের পরিবারের সদস্যরাও নেতানিয়াহু সরকারের বিরুদ্ধে হওয়া বিক্ষোভে অংশ নিয়েছেন। বিক্ষোভকারীরা হামাস এবং তার সহযোগীদের কাছে গাজায় জিম্মি থাকা ১৩০ জনকে মুক্ত করতে সরকারের অক্ষমতায় হতাশা প্রকাশ করেছেন। গত ৭ অক্টোবর দক্ষিণ ইসরায়েলে হামাসের হামলার সময় ইলাদ কাতজিরকে অপহরণ করে গাজায় নিয়ে যাওয়া হয়। শনিবার আইডিএফ তার মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। জানুয়ারিতে জিম্মিদের নিয়ে প্রকাশিত একটি ভিডিওতে তাকে জীবিত দেখা যায়। নাওম পেরি নামের এক বিক্ষোভকারী বলেন, ইলাদ কাতজির বন্দিদশায় তিন মাস বেঁচে থাকতে পেরেছিলেন। আজ আমাদের সঙ্গে তার থাকা উচিত ছিলে। সে আজ আমাদের সঙ্গে থাকতে পারত। আয়োজনকারীরা জানিয়েছে, বিক্ষোভকারীরা ইসরায়েলের প্রায় ৫০টি স্থানে সমাবেশ করেছে। প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর পদত্যাগের দাবিতে সরকারবিরোধী ধারাবাহিক সমাবেশগুলোয় ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে যে, তিনি বাকি জিম্মিদের মুক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছেন। সেখানে এই আশঙ্কা প্রকাশ করা হয় যে, তিনি হয়ত বাকি জিম্মিদের আর মুক্ত করতে পারবেন না। গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের সীমান্তে প্রবেশ করে আকস্মিক হামলা চালায় ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। এরপরেই গাজায় পালটা আক্রমণ করে ইসরায়েলি বাহিনী। তারপর থেকে ছয় মাস ধরে সেখানে সংঘাত অব্যাহত রয়েছে। প্রাণঘাতী এই যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী নারী ও শিশুরা। ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে চলা এই সংঘাত কবে থামবে তার কোনো ইঙ্গিত নেই।

৭৮ বছর পর থাই রাজার 'রহস্যজনক' মৃত্যুর পুনঃতদন্ত দাবি

আপনজন ডেস্ক: থাইল্যান্ডের ইতিহাসের অন্যতম বিতর্কিত মামলাগুলোর মধ্যে একটা হলো রাজা আনন্দ মাহিদোলের 'অস্বাভাবিক' মৃত্যু। থাইল্যান্ডের রাজা আনন্দকে ১৯৪৬ সালে তার শয়নকক্ষে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল।

এই মামলা ফের চালু করার জন্য আবেদনের শুনানি শুরু হয়েছে। রাম অষ্টম নামেও পরিচিত ছিলেন রাজা আনন্দ। তিনি ১৯৩৫ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। বর্তমান থাই রাজা মহা ভাজিরালংকর্নের চাচা এ বংশের রাজা ভূমিবল আদুলিয়াদেজেরবড় ভাই ছিলেন তিনি। ১৯৪৬ সালের ৯ জুন মাথায় গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ঘরের বিছানায় দেহ মেলে ২০ বছর বয়সী আনন্দের। সরকারি তদন্ত ও ১৯৫৪ সালে শেষ হওয়া তিনটি আদালতের রায় অনুসারে তাকে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করা হয়েছিল। প্রাসাদের তিন জন কর্মকর্তাকে রাজহত্যায় জড়িত থাকার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। ১৯৫৫ সালে তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।

পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে বলা হয়েছিল, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী প্রিদি ব্যানোমিয়ং এই ষড়যন্ত্র করেন। প্রিদিকে নির্বাসনে পাঠানো হয়। ১৯৮৩ সালে ফ্রান্সে মারা যান প্রিদি। যদিও পরবর্তীতে সরকার তাকে মুক্তি দিয়েছিল। ১৯৯৭ সালে বিশ শতকের মহান ব্যক্তিত্বের তালিকায় ইউনেস্কো তাকে মনোনীত করে।

এই মামলাটি পুনরায় চালু করার আবেদনের শুনানি শুরু হয়েছে বৃহস্পতিবার। ব্যাংকক ফৌজদারি আদালতে আজ (শুক্রবার) শুনানি হয়েছে। এই প্রথম আদালতের নির্দেশে ফের ঘটনাটির তদন্তের চেষ্টা করা হচ্ছে।

এই মামলায় প্রথম পিটিশন দাখিল করেছিলেন কুঙ্গওয়াল বুদ্ধিভানিদ। ৬২ বছরের অভিজ্ঞ রসায়নবিদ ও সাবেক ব্যবসায়িক নির্বাহী কুঙ্গওয়াল ২০২০ সালে একটি বই লিখেছেন। প্রকাশিত এই বইয়ে সরকারি ব্যাখ্যাকে চ্যালেঞ্জ করেন তিনি। সেখানে লেখা রয়েছে, রাজা নিজেই নিজেকে গুলি করেন অর্থাৎ হত্যা নয়, আত্মহত্যার ঘটনা ছিল সেটা। তবে এই অভিযোগ প্রথমবার রায়দানের সময় খারিজ করা হয়েছিল।

আদালতে কুঙ্গওয়াল বলেছেন, তিনি প্রমাণ করতে পারেন, রাজার বন্দুক তার মৃতদেহের পাশে পাওয়া গেছিল। ওই বন্দুকের মাধ্যমে রাজার মৃত্যু হয়। চল্লিশের দশকে মূল তদন্তকারীরা বলেছিলেন, রাজার ওই বন্দুক তার মৃত্যুর কয়েকদিন আগে ব্যবহার করা হয়েছিল। তারা জানান, আনন্দকে অন্য কোনো বন্দুক দিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। যার হদিস মেলেনি।

পুরনো রায়ে বলা হয়েছিল, 'এটা হত্যা। আত্মহত্যা নয়।'

কুঙ্গওয়ালের কথায়, 'আমি নতুন প্রমাণ জোগাড় করে এনেছি।'

গত বছর একজন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ ফরেনসিক বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরিচালিত ব্যালিস্টিক পরীক্ষার উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, রাজা নিজের বন্দুক দিয়ে গুলি করে আত্মহত্যা করেন।

বার্তাসংস্থা রয়টার্স পরীক্ষার ফলাফল দেখেনি এবং কুঙ্গওয়ালের দাবি স্বাধীনভাবে যাচাই করতে পারেনি। এ ছাড়াও ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ ওয়াসুকিত থানুরাতকে মন্তব্যের জন্য পাওয়া যায়নি। তবে শুক্রবার আদালতে সাক্ষ্য দেওয়ার কথা ছিল।

রাজা আনন্দের মৃত্যু নিয়ে কয়েক দশক ধরে ২৪টির বেশি বই লেখা হয়েছে। অনেক অভিজ্ঞ মানুষজনই সরকারি রায়কে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। তারা বলেন, সেইসময় স্বচ্ছভাবে তদন্ত করা হয়নি।

গাজার বৃহত্তম হাসপাতাল এখন সমাধিক্ষেত্র: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

আপনজন ডেস্ক: গাজার আল-শিফা হাসপাতালে টানা দুই সপ্তাহ অভিযান চালানোর পর গত সোমবার সেখান থেকে সরে যায় ইসরায়েলি বাহিনী। ইসরায়েল দাবি করে, এই পুরো সময়টায় তারা হাসপাতালের ভেতর ফিলিস্তিনিদের সাথে যুদ্ধ করেছে। এতে গাজার বৃহত্তম হাসপাতাল এখন একটি কঙ্কালসার কাঠামোয় রূপান্তরিত হয়েছে। যার ভেতরে রয়েছে শুধুই মরদেহ এবং সমাধি। এমনটাই দাবি করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)।

জানা গেছে, গত শুক্রবার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটি দল ওই হাসপাতালের ভেতর ঢোকার অনুমতি পায়। তারা ২৫ মার্চ থেকেই আল-শিফায় যাওয়ার চেষ্টা করছিল। হাসপাতালটির ভেতরে তারা অন্তত পাঁচটি মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেছে। পেয়েছে অনেকের সমাধি। গাজায় স্বাস্থ্যসেবার মেরুদণ্ড ছিল এই হাসপাতালটি। তবে ইসরায়েলের হামলায় তার প্রতিটি ইঞ্চি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। হাসপাতালের মূল্যবান সরঞ্জাম হয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নয়তো একেবারেই ধুলোয় মিশে গেছে। ভবিষ্যতে এই হাসপাতাল আবার ব্যবহারযোগ্য হবে কিনা তাও বলার উপায় নেই। জানা গেছে, বর্তমানে গাজার ৩৬টি হাসপাতালের মধ্যে মাত্র ১০টি আংশিক চলমান আছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান টেড্রোস আধানম গেব্রেয়েসুস বলেছেন, গাজায় দুর্ভিক্ষ আসন্ন, ছড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন রোগ, হামলায় আহত মানুষের সংখ্যাও বাড়ছে। গাজায় থাকা অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা স্থাপনার সুরক্ষা চান তিনি, এছাড়া স্বাস্থ্যকর্মী এবং ত্রাণকর্মীদের সুরক্ষা দেওয়ার আহ্বান জানান। গাজায় নির্বিঘ্নে ত্রাণ প্রবেশ এবং যুদ্ধবিরতির দাবি করেন তিনি।

পিছু হটল ইসরায়েল, দক্ষিণ গাজা থেকে সেনা প্রত্যাহার

আপনজন ডেস্ক: অবশেষে অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকা থেকে পিছু হটতে শুরু করেছে ইসরায়েল। এরই মধ্যে দক্ষিণ গাজা থেকে নিজেদের স্থল বাহিনী সরিয়ে নিয়েছে তারা। ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর বরাতে রোববার বার্তা সংস্থা এএফপি জানায়, ফিলিস্তিনি উপত্যকাটির অন্য অঞ্চলগুলোতে তাদের 'উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সেনা' কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাবে। এদিকে সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা জানায়, খুব শিগগির কায়রোয় শুরু হতে চলেছে যুদ্ধবিরতির নতুন আলোচনা। এই আলোচনায় অংশ নেবেন ইসরায়েলি গোয়েন্দা বাহিনী মোসাদ ও শিন বেটের প্রধানরা। আলোচনায় মধ্যস্থতার জন্য এরই মধ্যে মিশরীয় রাজধানীতে পৌঁছেছেন মার্কিন তদন্ত সংস্থা সিআইএ'র পরিচালক উইলিয়াম বার্ন এবং কাতারের প্রধানমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ বিন আব্দুলরহমান বিন জসিম আল থানি। এ অবস্থায় মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়ে জরুরি বৈঠকে বসেছিলেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। সেখানে তিনি বলেছেন, জিম্মিদের মুক্তি ছাড়া কোনো যুদ্ধবিরতি হবে না। তবে যুদ্ধবিরতির জন্য যে ইসরায়েলের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ বাড়ছে, সেটিও স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি। নেতানিয়াহু বলেছেন, আন্তর্জাতিক চাপ ইসরায়েলের ওপর নয়, হামাসের ওপর যাওয়া উচিত। এর আগে, শনিবারও রাতভর গাজার খান ইউনিস শহরে ব্যাপক বিমান হামলা চালায় ইসরায়েল। ইসরায়েলি বাহিনীর উদ্ধৃতি দিয়ে এএফপি জানিয়েছে, হামাস নেতা ইয়াহিয়া সিনওয়ারের শহর খান ইউনিসকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দক্ষিণ গাজা থেকে সেনা প্রত্যাহার করেছে ইসরায়েল। ইসরায়েলি সেনাবাহিনী এএফপিকে জানিয়েছে, তাদের ৯৮তম কমান্ডো ডিভিশন খান ইউনিসের মিশন শেষ করেছে। ভবিষ্যৎ অভিযানের জন্য প্রস্তুত হতে ডিভিশনটি এরই মধ্যে গাজা উপত্যকা ত্যাগ করেছে। ইসরায়েলের এক সেনা কর্মকর্তা হারেৎজ পত্রিকাকে বলেছেন, সৈন্যরা হামাসের খান ইউনিস ব্রিগেড গুঁড়িয়ে দেওয়া এবং এর হাজার হাজার সদস্যকে হত্যার পর সৈন্য প্রত্যাহার করে নিয়েছে ইসরায়েল। তার কথায়, আমরা সেখানে যা যা করতে পারতাম, তা করেছি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ফের বড় পরাজয়, গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত শহর হারাল মায়ানমার সেনাবাহিনী

আপনজন ডেস্ক: তিন বছর আগে ক্ষমতা দখল করা মায়ানমারের সামরিক সরকার আরো একটি বড় পরাজয়ের মুখে পড়ল। এবার জান্তা বাহিনী বিদ্রোহী এক সশস্ত্র গোষ্ঠীর হামলায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই দেশটির এক সীমান্ত শহর হারিয়েছে।

সেনা অভ্যুত্থানবিরোধী অন্য সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে মিলে কয়েক সপ্তাহ ধরে হামলা চালিয়ে আসছিল জাতিগত কারেন বিদ্রোহীরা। শেষ পর্যন্ত সীমান্তবর্তী গুরুত্বপূর্ণ শহর মায়াওয়াদ্দির নিরাপত্তায় নিয়োজিত শত শত সেনা আত্মসমর্পণে রাজি হয়েছে।

তিন বছর আগে মিয়ানমারের ক্ষমতা দখলকারী সামরিক বাহিনী আরেকটি বড় পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছে। আর এবার সেই পরাজয় ঘটেছে থাইল্যান্ডের সাথে দেশটির পূর্ব সীমান্তে।

থাইল্যান্ডের সঙ্গে মায়ানমারের স্থল বাণিজ্যের বেশির ভাগই হয়ে থাকে মায়াওয়াদ্দি শহরের মাধ্যমে।

শুক্রবার কারেন ন্যাশনাল ইউনিয়ন ঘোষণা দিয়েছে, মায়াওয়াদ্দি শহরের ১০ কিলোমিটার পশ্চিমে থাঙ্গানিনাংয়ে অবস্থিত সেনা ব্যাটালিয়নের আত্মসমর্পণের প্রস্তাব তারা গ্রহণ করেছে।

কারেন ন্যাশনাল ইউনিয়ন তাদের উজ্জীবিত যোদ্ধাদের একটি ভিডিও পোস্ট করেছে। এতে ওই যোদ্ধাদের হস্তগত হওয়া উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অস্ত্র প্রদর্শন করতে দেখা গেছে। সপ্তাহান্তে থেকে কারেন বাহিনী মায়াওয়াদ্দির ভেতরে থাকা শেষ ব্যাটালিয়নটির সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে আসছিল। দৃশ্যত এখন তারা আত্মসমর্পণ করতে রাজি হয়েছে।

এটি সামরিক সরকারের জন্য একটি মারাত্মক ধাক্কা। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে শান রাজ্যের চীন সীমান্তবর্তী বিশাল এলাকা এবং আরাকান রাজ্যের ভারতীয় সীমান্তবর্তী এলাকা থেকেও জান্তা বাহিনীকে হটিয়ে দেওয়া হয়েছে। চলমান এই সংঘাতে হাজারো সেনা হয় ইতিমধ্যে নিহত হয়েছেন বা আত্মসমর্পণ করেছেন কিংবা বিরোধী পক্ষে ভিড়েছেন। এই ঘাটতি পূরণ করতে সাধারণ মানুষের ওপর বাধ্যতামূলক সামরিক সেবা চাপিয়ে দিয়েছে জান্তা সরকার।

মায়ানমার ১৯৪৮ সালে স্বাধীনতা লাভ করে। এরপর থেকেই জাতিগত কারেন জনগোষ্ঠীর জন্য স্বশাসনের দাবিতে লড়াই করে আসছে কারেন ন্যাশনাল ইউনিয়ন।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.০০মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৫৯ মি.

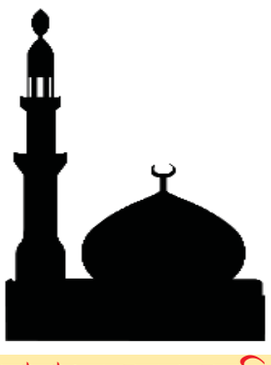

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.০০	৫ .২২
যোহর	১১.৪৩	
আসর	৪.০৭	
মাগরিব	৫.৫৯	
এশা	৭.১০	
তাহাজ্জুদ	১১.০১	

লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে দুই উড়োজাহাজের সংঘর্ষ

আপনজন ডেস্ক: রানওয়েতে ভার্জিন আটলান্টিক এর একটি উড়োজাহাজের সঙ্গে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের একটি উড়োজাহাজের সংঘর্ষে লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে জরুরি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে বলা হয়, টার্মিনাল ৩ এ একটি খালি ভার্জিন ৭৮৭ উড়োজাহাজ টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। হঠাৎ সেটির ডানার সঙ্গে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ এর এয়ারবাস এ৩৫০ এর সংঘর্ষ হয় এবং সেটির ডানার প্রান্তের একটি অংশ ভেঙে যায়।

কর্মসংস্থান ভিসায় কড়া শর্ত আনছে নিউজিল্যান্ড

আপনজন ডেস্ক: কর্মসংস্থান ভিসার নিয়মে কড়াকড়ি আরোপ করতে যাচ্ছে নিউজিল্যান্ড। দেশটিতে ২০২৩ সালে বিপুল সংখ্যক অভিবাসী আগমন করেছিল। আর এ কারণেই অভিবাসী ভিসা নীতিতে কঠোর হতে যাচ্ছে নিউজিল্যান্ড সরকার। খবর রয়টার্সের।

এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নিউজিল্যান্ডের কম দক্ষতাসম্পন্ন চাকরির ক্ষেত্রেও ইংরেজি ভাষার দক্ষতা, সংশ্লিষ্ট কাজের ন্যূনতম দক্ষতা ও অভিজ্ঞতায় এখন জোর দেওয়া হবে। কম দক্ষতাসম্পন্ন চাকরিজীবীদের একটানা থাকার মেয়াদও পাঁচ বছর থেকে কমিয়ে তিন বছর করা হবে।

নিউজিল্যান্ডের অভিবাসন মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানায়, গত বছর নিউজিল্যান্ডে প্রায় ১ লাখ ৭৩ হাজার অভিবাসী প্রবেশ করেছন, যা এক বছর সময়ের জন্য রেকর্ড। বিপুল সংখ্যক এই অভিবাসী নিউজিল্যান্ডের জন্য কিছুটা হলেও উদ্বেগের।

এদিকে করোনা মহামারির পর থেকেই নিউজিল্যান্ডে অভিবাসী আগমনের সংখ্যা অনেক বেশি বেড়েছে। প্রায় ৫১ লাখ জনসংখ্যার দেশ নিউজিল্যান্ডে গত কয়েক বছরে বিপুলসংখ্যক অভিবাসীর আগমনে মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কা সৃষ্টি হয়। নিউজিল্যান্ডের পাশাপাশি প্রতিবেশী দেশ অস্ট্রেলিয়াতেও অভিবাসী আগমনের হার বেড়েছে। বাধ্য হয়ে আগামী দুই বছরে অভিবাসী নেয়ার পরিমাণ অর্ধেক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া।

সাগরে একই দিনে মহড়ায় মুখোমুখি চিন-যুক্তরাষ্ট্র!

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ চীন সাগর নিয়ে প্রায় মুখোমুখি অবস্থানে বিশ্বের অন্যতম দুই পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও চীন। সাগরে একই দিনে মহড়া চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন। রোববার (৭ এপ্রিল) এই মহড়া ঘিরে মুখোমুখি হয়ে পড়েছে বিশ্বের এই দুই পরাশক্তি।

খবর আল জাজিরা। দক্ষিণ চীন সাগরে ফিলিপাইন, জাপান ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে প্রথমবারের মতো যৌথ সামরিক মহড়া আয়োজনের কথা আগেই ঘোষণা দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। তবে এই চার দেশের মতো মহড়া নিয়ে আগে-ভাগে কোনো ঘোষণা দেয়নি চীন। কোনো ধরনের পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই তাদের সঙ্গে একই দিনে সাগরের একই এলাকায় মহড়ার আয়োজন করেছে চীনা সামরিক বাহিনী। বেইজিংয়ের পিপলস লিবারেশন আর্মি বা পিএলএ সাউদার্ন থিয়েটার কমান্ড জানিয়েছে, তারা দক্ষিণ চীন সাগরে নৌ ও বিমান কমব্যাট পেট্রলের আয়োজন করেছে। ইতোমধ্যেই মহড়ার অংশ হিসেবে তাইওয়ানের চারপাশে ঘুরছে চীনের ৩০টি সামরিক বিমান। তবে নিজেদের অন্য সামরিক তৎপরতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানায়নি চীন। এর আগে একই দিনে যুক্তরাষ্ট্র-জাপান-ফিলিপাইন ও অস্ট্রেলিয়াও যৌথ মহড়া চালানোর ঘোষণা দিয়েছে। ফিলিপাইন ও জাপানের নেতাদের সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রথম ত্রিপক্ষীয় শীর্ষ বৈঠকের আগে এই মহড়ার খবর এলো। এমন মহড়ার খবরে দুপক্ষের মধ্যেই উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে।

ভর্তি চলিতেছে ভর্তি চলিতেছে

দারুল উলুম তাজবীদুল কোরান

(মাদ্রাসা ও মদিনা মিশন)

গ্রাম ও পোঃ- চৌহাটি, থানা সোনারপুর,

কলকাতা- ৭০০১৪৯ Regd.No.- ১০৩৩/০০২৪১

১। আরবী আওয়াল হইতে সোম জামাত (কাফিয়া)। ২। তজবীদ সহ হিফজ মোকাম্মাল। ৩। কেরাত বিভাগ হিফস মোকাম্মাল। ৪। কম্পিউটার শিক্ষা ৫ম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত। ৫। ট্রেলারের কাজ শেখানো হয়। ৬। আসর বাদ হইতে মগরিব পর্যন্ত। ৪র্থ শ্রেণি হইতে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক স্কুল বোর্ডের পড়া পড়ানো হয়। সরকারি সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা ও সার্টিফিকেট পাওয়া যায়। ৭। চার টাইম খাবার দেওয়া হয়। ৮। গরিব এতীমদের বিনামূল্যে খাবার, বস্ত্র, ঔষধ-এর ব্যবস্থা আছে।

যে সমস্ত ছাত্ররা ভর্তি হইতে ইচ্ছুক তারা শীঘ্রই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

সভাপতি: মুফতি লিয়াকাত সাহেব (যুগদিয়া), হাজী ইনতাজ আলি শাহ প্রাক্তন বিচারক, হাজি ইউসুফ মোল্লা, হাজি আব্দুল্লাহ সরদার

সম্পাদক: মাওঃ ইমাম হোসেন মাযাহারী, হাজি আব্দুল রহমান মোল্লা, মাস্টার আবুল বাশার সাহেব

যাঁরা ইনকাম ট্যাক্সের ছাড় নিতে ইচ্ছুক তাহারা এনজিও রেজিস্ট্রেশন নম্বর দিয়ে জাকাত, ফিতরা, সাদকা দিয়ে এই সুবিধা নিতে পারবেন এবং গরীব এতীম ছাত্ররা এখানে পড়াশোনা করে, আপনি আপনার সন্তানের ন্যায় এই মাদ্রাসার সহযোগিতা করুন। আল্লাহ আপনার সহযোগিতা করিবেন ইনশাআল্লাহ।

নীচে দেওয়া হল আমাদের ব্যাঙ্ক একাউন্ট নাম্বার ও রেজিস্ট্রেশন নাম্বার

INCOME TAX APPROVAL NO: 10 B
Registration No: AACTM5965EF20214
SBI A/C NO: AC30800716497 IFC CODE: SBIN0001451
Mob: 9830401057 / 9051758393

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ৯৭ সংখ্যা, ২৫ চৈত্র ১৪৩০, ২৮ রমজান, ১৪৪৫ হিজরি

ত্রাসের রাজত্ব

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির সমস্যা বলিতে গেলে একই। এই সকল দেশে ক্ষমতাসীন দলের নাম ভাঙাইয়া চলে অরাজকতা ও ত্রাসের রাজত্ব। আমরা কথায় বলি, বাঁশের চাইতে কঞ্চি দড়। অনেক সময় দেখা যায়, স্থানীয় পর্যায়ে নেতা-পাতি নেতারা নিজ নিজ এলাকায় গড়িয়া তোলে বিশেষ লাঠিয়াল বা সন্ত্রাসী বাহিনী। প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যোগসাজশে তাহারা সেই জনপদে চালায় স্টিমরোলার। তাহাদের কারণে সাধারণ মানুষের জীবন হইয়া পড়ে দুর্বিষহ। তাহারা এলাকায় এমন ভীতিকর ও আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করে যে, তাহাদের ভয়ে অনেকে টুঁ শব্দটি উচ্চারণ করিতে পারেন না। তাহাদের অন্যায়-অবিচারের কারণে অনেকে গৃহ ও এলাকা ছাড়া হইয়া পড়েন। তাহারা নিজেরা যেমন নানা ফৌজদারি অপরাধের সহিত জড়িত থাকে, তেমনি প্রতিপক্ষকে হয়রানি করিবার জন্য অবলম্বন করে নানা কূটকৌশল। এই জন্য তাহাদের বড় অস্ত্র হইল হামলা ও মামলা।

উন্নয়নশীল দেশে যেই সকল রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থাকে, তাহাদের জনসমর্থন যে একেবারেই থাকে না, তাহা নহে। অনেক সময় দেখা যায়, তাহারা বড় রাজনৈতিক দল হইলেও দলের মধ্যে অনুপ্রবেশকারী ও কিছু কুলাঙ্গারের কারণে শেষপর্যন্ত দেশে সেই দলের ভাবমূর্তি নষ্ট হয় মারাত্মকভাবে। তাহারা মাদক কারবার হইতে শুরু করিয়া এমন কোনো অপরাধ নাই, যাহা তাহারা করে না। তাহাদের কেহ কেহ ধর্ষণসহ এমন সকল ফৌজধারি অপরাধের সহিত জড়িত, যাহার কারণে সমাজে সেই দলের ত্যাগী নেতাকর্মীদের মুখ দেখাইবার জায়গা থাকে না; কিন্তু অবিশ্বাস্য হইলেও সত্য, এত কিছুর পরও অনেক সময় তাহাদের ব্যাপারে প্রশাসন থাকে নীরব ও নিশ্চুপ। এমনকি দলের পক্ষ হইতেও বহিষ্কারসহ কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। সেই দলের উপকমিটির বিভিন্ন সদস্যও যেভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করে, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। এমনকি সেই প্রভাবশালী সদস্যের পরিবারের লোকজন ও আত্মীয়স্বজনও প্রভাবশালী হইয়া ওঠে। তাহারা সেই ব্যক্তি ও দলের নাম ভাঙাইয়া নানা অপরাধ সংঘটিত করে, তাহা কোনো সভ্য দেশে চলিতে পারে না। ন্যূনতম আইনের শাসন থাকিলে এমনটি হওয়ার কথা নহে। দলকে তাহারা এইভাবে নগ্ন করিলেও তাহাদের বিরুদ্ধে প্রত্যাশিত পদক্ষেপ না নেওয়ায় শেষপর্যন্ত দলই বিপদে পড়ে। ডাকিয়া আনে করুণ পরিণতি। তাহার পরও তাহারা ইহা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করে না। স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে ও পৃষ্ঠপোষকতায় যে ফ্রাংকেনস্টাইন তৈরি হয়, তাহারা শেষপর্যন্ত সেই দল ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের গ্রাস করিতে উদ্যত হয়। আজি হইতে ২০০ বত্সর পূর্বে উপন্যাসিক মেরি শেলি লিখেন 'ফ্রাংকেনস্টাইন :অর দ্য মডার্ন প্রমিথিউস' নামে একটি ভৌতিক উপন্যাস ও কল্পকাহিনি। এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র উন্মাদ বিজ্ঞানী ড. ভিক্টর ফ্রাংকেনস্টাইন একটি শবদেহ হইতে সৃষ্টি করেন একটি মনস্টার বা দানব। শেষপর্যন্ত এই দানবের হস্তে তাহার স্রষ্টার নির্মম মৃত্যু হয়। এই চরিত্রটি উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলির জন্য আজও প্রাসঙ্গিক। এই সকল দেশের রাজনীতিতে একের পর এক ফ্রাংকেনস্টাইনের সদম্ভ আনাগোনা লক্ষ করা যায়। তাহাদের নিয়ন্ত্রণ না করিয়া সেই সকল দেশে স্থিতিশীলতা ও আইনের শাসন ফিরিয়া আসিতে পারে না। এই সকল দানব তৈরি করিয়া যাহারা ভাবেন, তাহারা তাহাদের লোক, তাহারা আসলে বোকার স্বর্গে বসবাস করিতেছেন। তাহারা কোনো দলের লোক হইতে পারে না। তাহাদের নানা অন্যায়-অপকর্ম এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুটপাট তথা যাহা কিছু করিবার লাইসেন্স দেওয়া অপরিণামদর্শিতারই নামান্তর।

অতএব, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে স্থানীয় পর্যায়ে যাহারা ত্রাস সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাহাদের প্রতিরোধ করা উচিত। নতুবা ইহার পরিণতির জন্য ক্ষমতাসীনদের প্রস্তুত থাকিতে হইবে। এই সকল দেশকে তাহারা কোথায় লইয়া যাইতেছে, তাহার কথা চিন্তা করিয়া হইলেও তাহাদের লাগাম টানিয়া ধরিবার সময় আসিয়াছে।

হামলা চালিয়ে ইরানকে যেভাবে পরীক্ষা করছে ইসরায়েল

ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যে সুদীর্ঘ দিন ধরে ছায়াযুদ্ধ চলছে। এরই মধ্যে সিরিয়ায় হামলা চালিয়ে কয়েকজন ইরানি কর্মকর্তাকে হত্যা করার অভিযোগ উঠেছে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে। **দ্য ইকোনমিস্ট**-এর এই লেখায় ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যকার ছায়াযুদ্ধের প্রেক্ষাপট ও তার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

কে খুন হয়েছেন, সেটি, নাকি খুনটা কোথায় হয়েছে, সেটি বড় কথা, তা অনেক সময় নিশ্চিত করে বলা কঠিন কাজ হয়ে ওঠে।

গত পয়লা এপ্রিল সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে ইরানি দূতাবাস চত্বরের ভেতরের একটি ভবনে সন্দেহভাজন ইসরায়েলি বিমান থেকে বোমা ফেলা হয়। বোমায় ভবনটি মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। ওই হামলায় সাতজন নিহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ইরানের বেশ কয়েকজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা আছেন।

ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যে সুদীর্ঘ দিন ধরে যে ছায়াযুদ্ধ চলছে, এই ঘটনাকে তার বর্ধিত তীব্রতা বলা যেতে পারে। এটি এমন একটি হামলা যা আন্তর্জাতিক আইন-কানুনের ধারেকাছে ছিল না।

এখন প্রশ্ন হলো, ইরান কীভাবে এর প্রতিক্রিয়া জানাবে? আরও প্রশ্ন হলো, ইরান প্রতিশোধ নিতে কি সরাসরি ইসরায়েলের ওপর হামলা চালাবে; নাকি ইসরায়েলের প্রধান বিদেশি মদদদাতা আমেরিকাকেই আক্রমণ করে বসবে?

পয়লা এপ্রিলের হামলায় ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) এর অভিযান শাখা কুদস ফোর্সের কমান্ডার জেনারেল মোহাম্মদ রেজা জাহেদি নিহত হন।

জাহেদি বহু বছর ধরে সিরিয়া ও লেবাননে কুদস ফোর্সের প্রধান হিসেবে কাজ করছিলেন। আরব এবং ইসরায়েলের পর্যবেক্ষক ও বিশ্লেষকেরা বলেছেন, লেবাননের শিয়া মিলিশিয়া বাহিনী ও রাজনৈতিক শক্তি হিজবুল্লাহর প্রধান হাসান নাসারাল্লাহের সঙ্গে জাহেদির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। জাহেদির সঙ্গে তাঁর আরও পাঁচ সহযোদ্ধা ও আইআরজিসি অফিসার নিহত হয়েছেন।

২০২০ সালে যুক্তরাষ্ট্র ড্রোন হামলায় কাসেম সুলেইমানিকে হত্যা করার পর জাহেদি নামের এই জেনারেল হলেন সর্বোচ্চ পদমর্যাদার ইরানি অধিনায়ক যাঁকে ইসরায়েল হত্যা করল।

ইসরায়েলি কর্মকর্তারা প্রকাশ্যে এখনো এই হামলার দায় স্বীকার করেননি (যদিও ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় তাঁরা এ বিষয়ে তাঁদের ভূমিকা সম্পর্কে সামান্যই রাখঢাক রাখছেন)। কিন্তু তাঁরা বলছেন, ইরানি দূতাবাসের ও কম্পাউন্ডে যে বা যারাই বোমা মেরে থাকুক, সেটি করার অধিকার তাদের রয়েছে।

ইসরায়েলের সেনাবাহিনীর মুখপাত্র দানিয়েল হাগারি, বিতর্কিত ভবনটিকে 'বেসামরিক ভবনের ছদ্মবেশে থাকা একটি সামরিক ভবন' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

এ কথা সত্য যে, আইআরজিসির কর্মকর্তারা ইরান থেকে সিরিয়ায় পেস্তা বাদাম রপ্তানিতে শুল্ক কমানোর বিষয় নিয়ে দেনদরবার করার জন্য দামেস্কের ওই ভবনে ছিলেন না। তাঁদের নিশ্চয়ই সামরিক উদ্দেশ্য ছিল।

৭ অক্টোবর হামাসের মিলিশিয়ারা গাজা থেকে সীমান্ত পার হয়ে ইসরায়েলের ১১ শর বেশি ইসরায়েলিকে হত্যা করার পর ইসরায়েল দুটি ফ্রন্টে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। একটি হলো গাজায় হামাসের বিরুদ্ধে; আরেকটি হলো এই অঞ্চল জুড়ে ইরানি মদদপুষ্ট মিলিশিয়াদের বিরুদ্ধে।

এর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী গ্রুপটি হলো হিজবুল্লাহ যারা উত্তর ইসরায়েলের শহর ও সেনা ঘাঁটিতে প্রায়ই ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে। কিন্তু গ্রুপটি সর্বাত্মক যুদ্ধ থেকে দুটো কারণে বিরত রয়েছে।

প্রথম কারণ হলো, লেবাননের বেশির ভাগ লোক নিজেদের দেশে যুদ্ধে টেনে আনতে চায় না।

আরেকটি কারণ হলো, ইরান তার সবচেয়ে দরকারি প্রক্সি ঝুঁকি নিয়ে সতর্ক।

অন্যদিকে ইসরায়েলও লেবাননের একেবারে ভেতরে গিয়ে আঘাত করা এড়িয়ে চলেছে, পাছে হিজবুল্লাহর দিক থেকে কড়া প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

ইসরায়েল বর্তমানে মূলত দক্ষিণ লেবাননে তার বোমা হামলার পরিধিকে সীমাবদ্ধ রেখেছে; যদিও গত কয়েক সপ্তাহে তারা লেবাননের বেকা উপত্যকা এলাকায় হামলা বাড়িয়েছে। কারণ পূর্ব লেবাননের এই বিস্তৃত এলাকায় হিজবুল্লাহর বড় উপস্থিতি রয়েছে। তবে সিরিয়ায় আঘাত হানার ব্যাপারে ইসরায়েলের তেমন কোনো আপত্তি নেই। কারণ এক দশক ধরে গৃহযুদ্ধ চলার পর বাশার আল-আসাদের সরকার লড়াই চালানো প্রশ্নে খুব ভঙ্গুর অবস্থায় আছে। এ ছাড়া সিরিয়ায় থাকা ইরান-সমর্থিত মিলিশিয়াদের কাছে প্রতিবেশী লেবাননে অবস্থানরত হিজবুল্লাহর মতো বিশাল অস্ত্রাগার নেই।

এটি অবশ্যই ঠিক যে, সিরিয়ায় ইসরায়েল খুব ঝুঁকিপূর্ণ খেলা খেলছে। ইসরায়েল মনে করছে, এই অঞ্চলে ইরানের প্রক্সিদের কাবু করার করার একটি বিরল সুযোগ তাদের সামনে এসেছে। ইসরায়েল আরও মনে করছে, ইরান এ মুহূর্তে বৃহত্তর যুদ্ধের বিষয়ে অনেক বেশি নার্ভাস অবস্থায় আছে এবং এ অবস্থায় তারা বড় আকারে প্রতিশোধ নেওয়ার দিকে যাবে না।

সিরিয়ায় ইসরায়েলের নিশানাস্থলের একটি লম্বা তালিকা আছে।

সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো: ইরানি কর্মকর্তারা, মিলিশিয়াদের জোট এবং হিজবুল্লাহর কাছে পাঠানো অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম।

৭ অক্টোবরের হামলার পর সিরিয়া ইসরায়েলের 'ফ্রি ফায়ার জোনে' পরিণত হয়েছে। হামাসের ওই হামলার পর থেকে ইসরায়েল সংস্থাটির পাঁচজন কর্মকর্তাকে হত্যা করেছে। হিজবুল্লাহকে নিশানা করে আরও কয়েকটি হামলা চালানো হয়েছে। যেমন গত ২৯ মার্চ আলেপ্পোর বিমানবন্দরে ইসরায়েলি হামলায় হিজবুল্লাহর সাত সদস্য এবং সিরিয়ার কয়েক ডজন সেনা নিহত হয়েছেন।

কাশেম সুলাইমানিকে অতর্কিত হামলায় হত্যা করার পর ইরান সিরিয়ায় আইআরজিসির বিভিন্ন লক্ষ্যস্থলে হামলা চালিয়েছে এবং সিরিয়ায় থাকা বেশির ভাগ আইআরজিসির শীর্ষ নেতৃত্বকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে।

গত বড়দিনে ইসরায়েল দামেস্কে হামলা চালিয়ে একজন ইরানি জেনারেলকে হত্যা করেছে। তারা গত মধ্য জানুয়ারিতে সিরিয়ায় আইআরজিসির গোয়েন্দা প্রধানসহ প্রতিক্রিয়া হিসেবে ইরাকে থাকা আমেরিকার দুটি ঘাঁটিতে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে হামলা চালিয়েছিল। এখন পর্যন্ত এটিই ইরানের সবচেয়ে বড় প্রতিক্রিয়া। তবে অনেক কট্টরপন্থী ইরানি কর্মকর্তা মনে করেন, ইরানের আরও কঠিন প্রতিক্রিয়া জানানো দরকার।

ইরানের ওপর কঠোর প্রতিক্রিয়া জানানোর জন্য অনেক বেশি অভ্যন্তরীণ চাপ থাকতে পারে। কারণ গত কয়েক মাস ধরে ইরান ইসরায়েলি হামলা সহ্য করে আসছে। আর এখন ইরানের একটি কনস্যুলার ভবনে আঘাত করে ইসরায়েল প্রকারান্তরে ইরানের মাটিতেই বোমা হামলা করেছে।

ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আলি খামেনি বলেছেন, প্রক্সির মাধ্যমে হামলা না চালিয়ে ইরানের এখন সরাসরি প্রতিক্রিয়া জানানো উচিত। গত ২ এপ্রিল তিনি এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'আমাদের সাহসী যোদ্ধাদের হাতেই শয়তানি শাসকদের শাস্তি দেওয়া হবে'। এটি খামেনির ফাঁকা বুলি হতে পারে। কারণ ইরান সব সময়ই ময়দানে নিজে না গিয়ে অন্যদের দিয়ে লড়াই চালাতে পছন্দ করে।

দূতাবাসে হামলার আগের রাতে ইরাক থেকে উৎক্ষেপণ করা একটি ড্রোন ইসরায়েলের সর্ব দক্ষিণের ইলাত শহরের একটি নৌ ঘাঁটিতে আঘাত হেনেছিল। ইরানপন্থী মিলিশিয়াদের একটি জোট এই হামলার কৃতিত্ব দাবি করেছিল। মনে হচ্ছে, ইরান এখন এই ধরনের আরও হামলার অনুমোদন দিতে পারে। আর তার নিশানায় আমেরিকার স্বার্থও পড়তে পারে।

গত জানুয়ারিতে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের উত্তেজনা বেড়ে গিয়েছিল। ২৮ জানুয়ারি ইরানের মদদপুষ্ট একটি গ্রুপ উত্তর-পূর্ব জর্ডানের একটি মার্কিন ঘাঁটিতে ড্রোন হামলা চালিয়েছিল এবং তাতে তিনজন মার্কিন সেনা নিহত হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্র এর প্রতিক্রিয়ায় ইরাক ও সিরিয়ায় ইরানি স্বার্থকে লক্ষ্য করে হামলা চালাতে থাকে। পরিস্থিতি যাতে আরও খারাপের দিকে না যায় সে জন্য ইরান আমেরিকান সেনাদের ওপর আপাতত আর কোনো আক্রমণ না করার জন্য তার প্রক্সিদের বলেছিল। ইরানের কথা প্রক্সিরা শুনতে বাধ্য হয়েছিল।

মার্কিন কর্মকর্তারা জনসমক্ষে এখন জানিয়ে দিয়েছেন, দামেস্কে ইসরায়েলি হামলার বিষয়ে তাদের কাছে কোনো আগাম খবর ছিল না। এই বার্তা তারা মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে তাদের ইরানি প্রতিপক্ষদের কাছেও পাঠিয়েও দিয়েছে।

তবে এতে ইরান সন্তুষ্ট হতে পেরেছে বলে মনে হচ্ছে না। তারা যুক্তরাষ্ট্রের কথা বিশ্বাস করেছে বলেও মনে হচ্ছে না।

ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমিরাবদুল্লাহিয়ান গত ২ এপ্রিল বলেছেন, 'আমেরিকাকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে।'

ইরানের সর্বোচ্চ নেতার উপদেষ্টা আলি শামখানি একই ধরনের মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, আমেরিকা এই হামলার জন্য 'প্রত্যক্ষভাবে দায়ী'।

ইরানি দূতাবাসে বোমা হামলার ঘণ্টা কয়েক পর, আমেরিকান সেনারা পূর্ব সিরিয়ার মার্কিন ঘাঁটির কাছে উড়তে থাকা একটি ড্রোনকে গুলি করে ভূপাতিত করে। ড্রোনটি মার্কিন ঘাঁটি লক্ষ্য করেছিল কিনা সে বিষয়ে কর্মকর্তারা নিশ্চিত নন। তবে ফেব্রুয়ারি মাস শুরুর পর থেকে এটিই সেখানে এ ধরনের প্রথম ঘটনা।

এটি অবশ্যই ঠিক যে, সিরিয়ায় ইসরায়েল খুব ঝুঁকিপূর্ণ খেলা খেলছে। ইসরায়েল মনে করছে, এই অঞ্চলে ইরানের প্রক্সিদের কাবু করার করার একটি বিরল সুযোগ তাদের সামনে এসেছে। ইসরায়েল আরও মনে করছে, ইরান এ মুহূর্তে বৃহত্তর যুদ্ধের বিষয়ে অনেক বেশি নার্ভাস অবস্থায় আছে এবং এ অবস্থায় তারা বড় আকারে প্রতিশোধ নেওয়ার দিকে যাবে না। এখন পর্যন্ত ইসরায়েলের সেই বাজি ধরাটা ঠিকই আছে বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু অতীতের কর্ম সব সময়ই ভবিষ্যতের ফলাফলের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। তবে ইসরায়েল যদি এই অঞ্চলে বাড়াবাড়ি রকমের আগ্রাসী হয় তাহলে এই অঞ্চল আরও বেশি গোলযোগপূর্ণ হয়ে উঠবে।

সংক্ষিপ্ত আকারে অনুবাদ

আধুনিক পৃথিবী সমন্বয়ের: প্রসঙ্গ ধর্ম ও বিজ্ঞান

পাভেল আখতার

আধুনিক যুগে আমরা দেখি যে, 'যুক্তিবাদ' শব্দটি নিরন্তর ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়। যুক্তিবাদ জিনিসটা মন্দ নয়। কিন্তু, যুক্তির পরিসর ও প্রকৃতি নিয়ে খুব একটা ভাবা হয় না। অর্থাৎ, যুক্তি কি অনিয়ন্ত্রিত এবং তার কোনও ধরন বিচার্য নয় ? রাজনীতিবিদ চোরকেও সাধু প্রমাণ করার আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। অর্থনীতির ভারিক্কি অধ্যাপকটি খয়রাতি নিয়ে বেশ বুদ্ধিদীপ্ত ভাষ্য রচনা করলেন। ইতিহাসবিদ ইতিহাসের কল্পনাকে শিল্পরূপ দিলেন। কবি অখাদ্য অ-কাব্যকে পারলে নোবেল পুরস্কার দিতেন এমন বচনামৃত পরিবেশন করলেন। নব্য লেখক বাংলা লেখাপত্তরে ইংরেজি শব্দের অবাধ ব্যবহারকে স্বাগত জানালেন ইত্যাদি। বলাই বাহুল্য, ইত্যকার সমস্ত ক্ষেত্রেই যা অবলম্বিত হয় তা হ'ল--যুক্তি। অথচ, স্বচ্ছ ও বৌদ্ধিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে দেখা যাবে সবই অপযুক্তি। অতএব, যুক্তি ভাল, কিন্তু যুক্তি দেওয়ার অনিয়ন্ত্রিত অভ্যাস ভাল নয়। এবং, প্রকৃতি বা ধরনের নিরিখে বিচার করতে গেলে যুক্তি প্রদানের একমাত্র হেতু হ'ল, সত্যের প্রতিষ্ঠা। যে সত্য প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে তার উন্মোচন। সত্যের বিনির্মাণ বা বিনির্মিত সত্যের ঢাকনা খোলা নয়। আমরা চর্চার একটি অভিমুখকে প্রায় মজ্জাগত করে নিয়েছি। সেটা হ'ল, বিরোধ বা সংঘাতের আবহ কল্পনা ছাড়া আমরা যেন অচল হয়ে পড়ি। মৈত্রী কিংবা সহগামিতার সুর আমাদের চেতনাকে আলোকিত করতে পারে না। ধর্ম ও বিজ্ঞানের বিষয়টি এই বৃত্তেই আবর্তিত। ধার্মিক ভাবছে, ধর্মই সব। বিজ্ঞানবাদী ভাবছে, বিজ্ঞানই সব। বিজ্ঞানের আবিষ্কার মানুষের জীবনকে এতটাই উন্নত করেছে যে, ধর্ম কারও কারও কাছে একেবারে অচল মুদ্রার মতো। আবার, ধর্মপ্রিয় মানুষ ভাবে, বিজ্ঞান নিশ্চয়ই দরকারী, কিন্তু নৈতিক সত্তার বিকাশ ছাড়া তা সৃজনশীলতার পাশাপাশি মানুষকে ধ্বংসাত্মকও করে তুলতে পারে, করেছেও; অতএব ধর্মের অনুশীলন আবশ্যক। এভাবেই রচিত, বিবর্ধিত হয়ে ওঠে বিরোধ বা সংঘাতের পরিসর। অথচ, তলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, প্রেরণাসঞ্চারী কেন্দ্রগত শ্লাঘার উপরিস্থিত আবরণটা অসার, যা অপসৃত হলে মৈত্রীভাবনা বা সহগামিতা পল্লবিত হতে পারে। এবং, সেই প্রক্রিয়াই মানবসভ্যতার জন্য সবচেয়ে কল্যাণকর। রবীন্দ্রনাথের গানের অংশবিশেষ বারবারই উল্লেখ করতে হয়-- 'আমার চোখে তো সকলই শোভন....!' আধুনিক সমাজে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে শিক্ষিত মানুষের মধ্যে একটি অংশ সংশয় প্রকাশ করেন। তাদের এই সংশয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদিতার তটরেখা উপচানো ঢেউ-এর প্রাবল্য দেখে যতটা, ঠিক ততটাই সম্ভবত ধর্মে প্রত্যয় স্থাপনকারীদের ধর্ম থেকে বিচ্যুতি দেখেও। ধর্ম ও বিজ্ঞানকে দাঁড়িপাল্লায় মাপার যে প্রবণতা, প্রথমত সেটাই অযৌক্তিক। কারণ, এই দাঁড়িপাল্লা যদি ধার্মিকের হাতে থাকে, তাহলে সে-ও বিজ্ঞানবাদীর পন্থা অনুসরণ করে বিজ্ঞানকে বাতিল ঘোষণা করতে পারে। হয়তো করেও। অথচ, ধর্ম ও বিজ্ঞান কোনওটাই বাতিল হওয়ার যোগ্য নয়। দুটির পরিসর স্বতন্ত্র। পরিপূরক নয়। ধর্মের প্রয়োজন ধর্ম দিয়ে হয়, বিজ্ঞানের প্রয়োজন বিজ্ঞান দিয়ে। একটির অভাব অন্যটি দিয়ে যখন পূরণ হয় না, তখন একটিকে দিয়ে আরেকটির প্রয়োজনীয়তা অথবা অসারতা প্রমাণ করাও অযৌক্তিক।

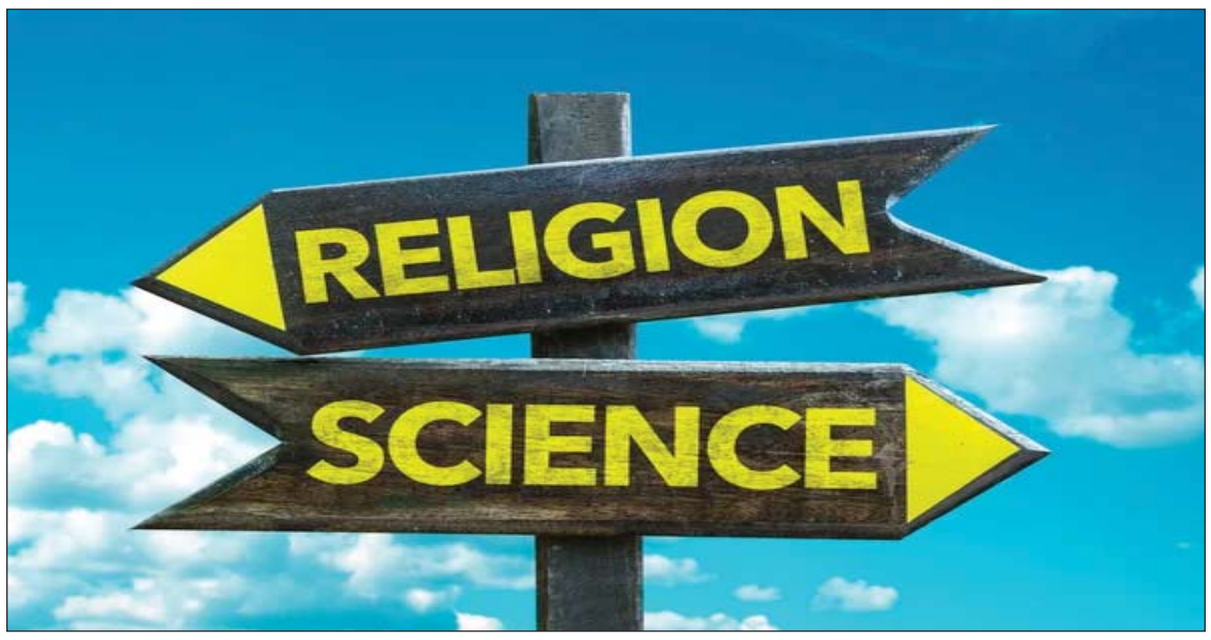

'আধুনিক সমাজ' শব্দবন্ধটা ব্যবহৃত হয় বিজ্ঞানের বহুবিধ আবিষ্কারের সুফলকে যাপনের সঙ্গে অঙ্গীভূত করে। কিন্তু, দেখা যাচ্ছে, বিজ্ঞানের বিপুল সুফল সত্ত্বেও দৃশ্যমান আধুনিক সমাজে নানা অবক্ষয়ও চরম পর্যায়ে বিরাজমান। তাহলে মানুষের জন্য যা যা দরকার, দেখা যাচ্ছে যে, বিজ্ঞানে সেই পূর্ণাঙ্গতা নেই। যেমন তা নেই ধর্মেও। সেটাই স্বাভাবিক। এবং, সেজন্যেই আসলে প্রয়োজন দুটিরই। ভিন্ন ভিন্ন নিরিখে।

তথাকথিত ধার্মিকদের ধর্ম থেকে বিচ্যুতির বিষয়টা আলোচ্য। প্রাচীন যুগের মানুষকে 'ধর্ম' বস্তুটা কী তা বোঝার জন্য 'ধর্মগ্রন্থ' খুলে দেখতে হয়নি। মূলত সেই 'জ্ঞানচর্চার পরিসর'ও তখন ছিল না। তারা ধার্মিকদের দেখেই বুঝেছে 'ধর্ম' জিনিসটা আদতে কি। আজ যদি কোনও ধার্মিক ধর্মে সংশয়ী কাউকে ধর্মগ্রন্থ থেকে ধর্মজ্ঞান নিতে বলে, জ্ঞানচর্চার পরিসর মুক্ত, প্রসারিত হওয়ায় হয়তো সেকথা আজ আর ভুল নয়ও ; কিন্তু তার সেই উপদেশটা নিশ্চয়ই ব্যুমেরাং হতে বাধ্য, যদি তার নিজের মধ্যেই ধর্ম বা ধর্মগ্রন্থের আলোছায়া অদৃশ্য থাকে। সম্পূর্ণতার অনুশীলন ব্যতীত কাঙ্ক্ষিত 'আধুনিক সমাজ' সমস্ত দিক থেকে 'নীরোগ, প্রাণবন্ত ও সুখী' হওয়ার গন্তব্যে পৌঁছতে ব্যর্থ হতেই থাকবে। ধার্মিকের বিজ্ঞানচেতনা ও বিজ্ঞানবাদীর ধর্মবোধ হচ্ছে সেই 'সম্পূর্ণতা'। 'খণ্ডের' তরী বেয়ে 'অখণ্ড'-কে ছোঁয়া অসাধ্য।

ধর্ম ও বিজ্ঞান নিয়ে যে 'দ্বৈরথ' তাতে একটি বিষয় খুব কৌতুক উদ্রেক করে। আসন্ন মৃত্যুর চৌকাঠে যখন রোগীটির পা তখন একমাত্র ঈশ্বরশূন্য বিজ্ঞানে প্রত্যয়ী চিকিৎসকটিকেও বলতে শোনা যায় : 'এখন ঈশ্বরই কেবল যদি প্রাণ বাঁচাতে পারেন...।' ঈশ্বরে অবিশ্বাসী রোগীটিও মনে মনে তখন 'তাঁকেই' স্মরণ করেন কি না কে জানে ! যুক্তিবাদ ধ্বনিত, পদার্থময় বিপুলা বিশ্বের অগম কোন পার থেকে কোন 'আলো' যে তখন চোখে এসে লাগে, তা সামনে উপবিষ্ট মানবচক্ষুগুলি আবার দেখতে পায় না ! অবশ্য ধর্ম ও বিজ্ঞানের সব ভেদরেখা তখন যদি ঘুচেও যায় তাহলেও আর করার কিছু থাকে না ! 'আমিই তো ঈশ্বর'--একদা এই অনন্ত দর্প থেকে 'প্রত্যাবর্তন' করতে চেয়েছিল প্রাচীন মিশরীয় বাদশাহ ফেরাউনও, যখন নীলনদ তাকে আমূল গ্রাস করছিল ! কিন্তু, আর 'সময়' ছিল না !

প্রকৃতিকে সাময়িক 'অস্বীকার' করা গেলেও পাথরের বুক চিরে জলধারা নির্গত হওয়া কিংবা মাটির ভিতর থেকে বীজের অঙ্কুরিত হওয়ার মতো 'সত্য' স্বীকার ও অস্বীকারের অপেক্ষা করে না !

প্রথম নজর

পুঁজিবাদীদের হাত থেকে দেশ বাঁচাতে হবে: তায়েদুল ইসলাম

আলম সেখ ● বহরমপুর

আপনজন: ভোটের দিন ঘোষণার সাথে সাথেই অন্যান্য দলের সঙ্গে সঙ্গে ময়দানে নেমে পড়েছে এসডিপিআই। গতকাল এসডিপিআই-এর মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী তথা দলের রাজ্য সভাপতি তায়েদুল ইসলাম ভোট প্রচার যান রানীনগর বিধানসভার কালিনগর, কাতলামারী ও রানীনগর অঞ্চলে। গ্রামের দুঃস্থ দরিদ্র অসহায় মানুষদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এসডিপিআই-এর নীতি ও আদর্শ সম্পর্কে অবগত করেন। প্রচার শেষে রানীনগরে ডি. এন ক্লাবের পাশে একটি সভায় সামিল হন। সেখানেই তিনি বলেন, এসডিপিআই একমাত্র বিকল্প রাজনীতি দল যারা পুঁজিবাদীদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে পারে। তিনি বলেন, ১৪২ কোটি জনতার এই দেশের ৭৫% সম্পদ মাত্র ১০০ টা পরিবারের হাতে যার কারণে আজও দেশের ২২-২৩ কোটি মানুষকে রাতে না খেয়ে ঘুমাতে হয়, বেকার হয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়, দারিদ্রতার সীমা অতিক্রম হয়ে যায়, দেশের এই মর্মান্তিক পরিস্থিতির জন্য শুধুই বিজেপি দায়ী নয়, এর পিছনে দায়ী রয়েছে কংগ্রেস, তৃণমূল সমস্ত রাজনৈতিক দল। তাঁরা তাঁদের ক্ষমতা প্রয়োগ করে, ক্ষমতা থাকা অবস্থায় এমন কোনো আইন তৈরি করেনি যাতে কারো হাতে সমস্ত সম্পদ চলে না যায়, তাঁরা সবাই নিজের সুবিধার্থে, নিজে ভোগ করার স্বার্থে দেশের এই বেহাল অবস্থা করেছে। এই অবস্থা থেকে বের করতে যদি কোনো রাজনৈতিক দল পারে সেটা সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অফ ইন্ডিয়া।

দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক হাকিকুল ইসলাম বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দল গুলোকে সুবিধাবাদী বলে কটাক্ষ করেন। তিনি বলেন, বাংলায় যদি সিপিআইএম, কংগ্রেস, তৃণমূল জোট হয়ে যেতো তবে বিজেপি শুন্য হয়ে যেতো, কিন্তু তাঁরা তো বিজেপিকে পরাজিত করে দেশ বাঁচাতে ময়দানে নামেনি, তাঁরা নেমেছে নিজের দল বাঁচাতে, ভোগ করার জন্য আসন দখল করতে।

মুর্শিদাবাদ লোকসভার ভাগ্য নির্ভর করছে কি ভগবানগোলা বিধানসভা কেন্দ্রের উপর?

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: কয়েকদিন থেকে রাজনৈতিক মহলে চর্চার বিষয়, মুর্শিদাবাদ লোকসভার ভাগ্য নির্ধারণ করবে ভগবানগোলা বিধানসভার উপনির্বাচন?
এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা খুব একটা সহজ নয়! তবে হাওয়া কি বলছে? কি হতে পারে ভগবানগোলা উপনির্বাচনের ফলাফল এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের ফলাফল?
তৃণমূল কংগ্রেস মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করেছে বিদায়ী সাংসদ আবু তাহের খানকে। অন্যদিকে ভগবানগোলা বিধানসভা উপনির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ তথা ভগবানগোলা এক ব্লক তৃণমূলের সভাপতি রেয়াত হোসেন সরকার।
কিন্তু শাসক দলের ভোট বাক্সে জল ঢালতে পারে বাম কংগ্রেস জোট শক্তি! এমনটাই আশঙ্কা করছে জেলার রাজনৈতিক মহল।
বরাবর বামেদের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত ভগবানগোলায় ২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের ইদ্রিস আলী এক লক্ষের বেশি ভোটে রাজ্যে তৃতীয় বৃহৎ ব্যবধানে জয়ী হন। তার আগে ২০১৬ বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস সমর্থিত বাম প্রার্থী মহাসিন আলী জয়ী হন। ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে খবর, মুর্শিদাবাদ লোকসভায় এবারে বামেরা মোহাম্মদ সেলিমকে প্রার্থী করায় কংগ্রেস ভগবানগোলা বিধানসভা উপনির্বাচনে প্রার্থী দিতে চাইছে। জোটের কারণে মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রে কংগ্রেসের ভোটব্যাঙ্ক সম্পূর্ণটাই বামেদের দখলে যেতে পারে। তবে ভগবানগোলা আসনে কংগ্রেস প্রার্থী দিলে সেখানেও বামেদের সমর্থন প্রয়োজন আছে কংগ্রেসের। তার মধ্যে আইএসএফ প্রার্থী দিয়েছে ভগবানগোলা বিধানসভা উপনির্বাচনে। যদিও বাম কিংবা কংগ্রেস কোন দলই এখনো সেখানে প্রার্থী দেয়নি। অর্থাৎ, ভোট কাটাকাটির খেলায় ভগবানগোলা বিধানসভা উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী দিলে বাম-কংগ্রেস জোটের পক্ষে কংগ্রেস পেতে পারে বামেদের ভোটব্যাঙ্ক। একইভাবে মুর্শিদাবাদ লোকসভাতে বাকি ৬ টা বিধানসভার কংগ্রেসের ভোটব্যাঙ্ক জোটের পক্ষে বামেদের পকেটে ঢুকতে পারে। মুর্শিদাবাদ, রানীনগর, ডোমকল, হরিহরপাড়া, জলঙ্গি এবং করিমপুর; অধিকাংশ যায়গাতেই কংগ্রেসের সমর্থক বেশি। তৃণমূল ভগবানগোলায় নিজেদের ভোটব্যাঙ্ক ধরে রাখতে পারলে, লোকসভাতে সব আসনে ভোটব্যাঙ্ক ধরে রাখতে পারবে বলে মত রাজনৈতিক মহলের।
সেই হিসেবে, ভগবানগোলা বিধানসভায় যাদের প্রভাব বেশি থাকবে তারাই মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রে প্রভাব বিস্তার করবে এবং মুর্শিদাবাদ লোকসভার জয়ী প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ করবে।
জেলার রাজনৈতিক মহলে এই চর্চাই শুরু হয়েছে বেশ কিছুদিন ধরে।
ভগবানগোলা যাদের, মুর্শিদাবাদ লোকসভাও তাদের! অর্থাৎ মুর্শিদাবাদ লোকসভার চাবিকাঠি ভগবানগোলা বিধানসভার হাতে। কিন্তু আদৌ কি তা সম্ভব, নাকি জোটকে পিছনে ফেলে রেকর্ড গড়বে তৃণমূল! তা এখন সময়ের অপেক্ষা।

মোদির গ্যারান্টি ফেল, মন্তব্য শশী পাঁজার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: লোকসভা ভোটের প্রাক্কালে রবিবার বিকেলে হাওড়া সদরে এক যুব কর্মীসভার আয়োজন করা হয় হাওড়ার শরৎ সদনে। হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি কৈলাশ মিশ্রের উদ্যোগে আয়োজিত ওই কর্মীসভায় এদিন প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের নারী, শিশু ও সমাজকল্যাণ দফতরের মন্ত্রী ডা: শশী পাঁজা। এদিন তিনি বলেন, মোদীর গ্যারান্টি ফেল করেছে। আর দিদির গ্যারান্টি পাশ হয়েছে। ৭১টি প্রকল্পের সুবিধা বাংলার মানুষ পাচ্ছেন। বিজেপি বহিরাগত। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই ব্রিগেডের সভা থেকে তৃণমূলের ৪২ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছেন। কিন্তু বিজেপি এখনও বাংলার দুটি আসনে তাদের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করতেই পারেনি। বিজেপি নেতারা আগে দাবি করেছিলেন যে তারা বাংলায় ৪২ টি আসনের মধ্যে ৪২ টিতেই জিতবে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ভোতারপাড়ায় ইফতার, বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বর্ধমান

আপনজন: প্রতি বছরের মতো এ বছরও পূর্ব বর্ধমানের ভোতার পাড়ায় আনুষ্ঠিত হল ইফতার মজলিস ও দুস্থদের বস্ত্র বিতরণ। প্রাক্তন জেলা পরিষদ সদস্য বিশিষ্ট সমাজসেবী নুরুল হাসানের নেতৃত্বে দীর্ঘ বছর ধরে এই মজলিস হয়ে আসছে। এ দিন প্রায় ১৫০ জন দুঃস্থকে শাড়ী ও লুঙ্গি বিতরণ করা হয়।ইফতার মজলিসের পর রাতে খাবারের ব্যাবস্থা করা হয়।
ইফতার মজলিসে উপস্থিত ছিলেন নুরুল হাসান ছাড়াও ইমাম সাহেব, ইন্দ্রানী পাঠক,চন্দন সেন,হাজী মতিউর রহমান, সব্যসাচী চক্রবর্তী,কাজী কাজল হোসেন, সাংবাদিক ফিরোজ হোসেন প্রমুখ।

সাইকেলে চড়ে বারুইপুরে প্রচার সায়নীর

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: বৃষ্টি মাথায় নিয়ে বারুইপুরে রবিবাসরীয় ভোট প্রচার করলেন যাদবপুর কেন্দ্রের তৃণমূলের প্রার্থী সায়নী ঘোষ।এদিন তার সঙ্গে ছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ তথা স্থানীয় বিধায়ক বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।এ দিনের এই মিছিলে একদিকে যেমন ব্যাঞ্জো বাজানো হয়েছে। তেমনি এদিন ছিলো প্রচুর সংখ্যক মহিলাদের উপস্থিতি। রীতিমতো সাইকেল চালিয়ে ও বারুইপুরের বিখ্যাত পেয়ারা খেতে খেতে অভিনব জনসংযোগ করেন তৃণমূল প্রার্থী সায়নী ঘোষ।

ইফতার সভায় শামিল সাজদা

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: রবিবার ছুটির দিনে উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের আয়োজনে কুলগাছিয়ার শ্রীরামপুর পার্টি অফিস সংলগ্ন এক ভবনে ইফতার মজলিসের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সাজদা আহমেদ, বিধায়ক ডা:নির্মল মাজি, উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের দলের সভাপতি বিমল দাস, সহ:সভাপতি সেখ ইলিয়াস, সংখ্যালঘু সেলের হাওড়া গ্রামীণ জেলার সভাপতি সেখ জুবের আলম, পিন্টু মণ্ডল প্রমুখ।

পৈত্রিক সম্পত্তির বিবাদে সিভিককে লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে খুন

নাজিম আক্তার ● হরিশচন্দ্রপুর

আপনজন: লোকসভা নির্বাচনের মুখে পৈত্রিক সম্পত্তির বিবাদের জেরে সিভিক কে লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ আপন কাকা ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে।ঘটনায় জখম হয়েছে মৃত সিভিকের বাবা ও এক ভাই।পুলিশ জানিয়েছে,মৃত সিভিকের নাম রুহুল আমিন (৩২),জখম তাঁর বাবার নাম হবিবুর রহমান(৬৫) ও ভাইয়ের নাম আলতাফ হোসেন। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সকাল এগারোটা নাগাদ সামসী হাসপাতাল পাড়ায়।ঘটনাকে ঘিরে এদিন ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়।
ঘটনায় অভিযুক্ত রুহুলের আপন কাকা আব্দুর রহমান ও তার স্ত্রী রাফিয়া বিবি ও তাদের দুই ছেলে মোহাইমেন, কাবাতুল্লাহ। ঘটনার পর অভিযুক্তরা পলাতক।পুলিশ তাঁদের খোঁজ শুরু করেছে।স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,এদিন জমি নিয়ে বিবাদ হয় তার কাকার পরিবারের সঙ্গে। অভিযোগ, বিবাদ চলাকালীন আচমকাই রুহুলকে এলোপাতাড়ি কোপ মারে তার কাকাতো ভাই।
স্থানীয়রা ঘটনাস্থল থেকে সিভিক, তার বাবা ও ভাই সামসী গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হলে তাদের অবস্থা গুরুতর থাকায় কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তিনজনকে চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তর করে দেন।
এরপর কর্তব্যরত চিকিৎসক সিভিক কে মৃত বলে ঘোষণা করেন।হবিবুর রহমান ও আলতাফ হোসেনের চিকিৎসা চলছে চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে।পুলিশ মৃত রুহুল আমিনের মরদেহ ময়নতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজও হাসপাতালে পাঠিয়েছে।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন সামসী পুলিশ ফাঁড়ির এসআই রামচন্দ্র সাহার নেতৃত্বে এক ভ্যান পুলিশ।এদিকে কিছুক্ষন পর রতুয়া থানার আইসি অর্ঘ্য সরকারও বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হন।পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করছে।

তমলুকের সাসপেন্ড হওয়া আট নেতাকে দলে ফেরাল তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● তমলুক

আপনজন: ২০২১ সালে শহীদ মাতঙ্গিনী ব্লকের ৭ তৃণমূল নেতাকে সাময়িকভাবে দল থেকে বরখাস্ত করেছিল শাসক দল তৃণমূল। তাদের একটাই অপরাধ তৎকালীন শহীদ মাতঙ্গিনী ব্লকের সভাপতি দিবাকর জানা ওরফে লালু ঘনিষ্ঠ ছিল ওই সাত তৃণমূল নেতা। সেই সময় সদ্য শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। দিবাকর জানা শুভেন্দু অধিকারীর পথ অনুসরণ করেছিলেন।
ওই সাত নেতাও দিবাকর জানার সাথে যুক্ত সন্দেহে দল থেকে তাদের সাসপেন্ড করা হয়। অপরদিকে বিষ্ণুবাড় ২ অঞ্চলের অশোক গোস্বামি কে গত পঞ্চায়েত ভোটের আগে সাসপেন্ড করা হয়েছিল। অশোক গোস্বামী পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ড গঠনে বিজেপিকে সাহায্য করেছিলেন এমন অভিযোগে থাকে বরখাস্ত করা হয়েছিল সাময়িকভাবে। এবার এই ৮ নেতাকে পুনরায় দলে ফিরিয়ে নিল শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। তমলুকের বিধায়ক সৌমেন কুমার মহাপাত্র রবিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে এই কথা জানান। তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন তমলুক লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য সহ তমলুক সাংগঠনিক জেলা চেয়ারম্যান চিত্তরঞ্জন মাইতি। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গে এক সভা থেকে অভিষেক ব্যানার্জি নির্দেশ দিয়েছিলেন দলীয় কোন্দল মিটিয়ে লোকসভা ভোটে এক হয়ে লড়ার জন্য। এবার সেই সেই পথেই হাঁটলেন তমলুক বিধানসভার বিধায়ক। সৌমেন কুমার মহাপাত্র জানান উচ্চ নেতৃত্বে নির্দেশেই তাদের দলে ফেরানো হল । এবারের লোকসভা ভোটে সকলে তারা একসঙ্গে লড়াই করবে বিজেপির বিরুদ্ধে। উদ্দেশ্য একটাই দলীয় প্রার্থীকে জয়ী করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের কর্মকান্ডকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

মানবতার ঈদ সামগ্রী বিলি মুর্শিদাবাদ সীমান্তে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● জলঙ্গি

আপনজন: ঈদের আগে মুর্শিদাবাদের সীমান্তবর্তী এলাকা জলঙ্গি বাজারে ঈদে অসহায়ের মুখে হাসি ফোটাতে দুস্থ পরিবারের ছোট বড় নারী পুরুষ মিলিয়ে মোট একশ দশ (১১০) জনের হাতে ঈদ উপহার হিসেবে নতুন বস্ত্র তুলে দিলো দক্ষিণ ২৪ পরগনার শিক্ষা স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়ে পথ চলা সমাজ সেবামূলক সংস্থা 'মানবতা'।
এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মানবতা সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও সাধারণ সম্পাদক জুলফিকার আলী পিয়াদা, ভাইস চেয়ারম্যান ডাক্তার আনোয়ার হোসেন, ঘোষপাড়া সর্বপল্লী বিদ্যানিকেতনের প্রধান শিক্ষক আশরাফুল ইসলাম, জলঙ্গি বাজার সভাপতি সুশান্ত কুমার সাহা,সম্পাদক জহির আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ আলতাব হোসেন, সদস্য নজরুল ইসলাম, মেডিকেল স্টুডেন্ট পারভেজ মোশারফ এছাড়াও 'এসো অসহায়দের পাশে দাঁড়াই' ও 'মানবতার ফেরিওয়ালা' নামক দুটি সমাজসেবামুলক সংস্থার প্রতিনিধিগণ। মানবতার পক্ষ থেকে উপস্থিত সমস্ত বিশিষ্টদের ব্যাচ উত্তরীয়র মাধ্যমে সম্মান জ্ঞাপন করা হয়।এদিনের অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করে আব্দুল কাদের জিলানী। সম্পাদকীয় ভাষণে জুলফিকার আলী পিয়াদা জানান, "বাংলার বিভিন্ন জেলায় অসহায়ের পাশে দাঁড়াতে নিরন্তর কাজ চালিয়ে যাওয়া মানবতার পক্ষ থেকে এই বস্ত্র বিতরণ অন্যান্য সামাজিক দায়বদ্ধতার একটা অংশ। তবে মানবতা শিক্ষার উপরে বেশি গুরুত্ব দেয় বিশেষ করে নারী শিক্ষার উপরে, কারণ শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। আর নারীদেরকে যদি বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় শিক্ষা ক্ষেত্রে তাহলে একটা সমাজের পরিবর্তন দ্রুত সম্ভব।"

বর্ধমানের মানিক পীর হস্টেলে দাওয়াতে ইফতার ও বস্ত্র বিলি

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: বর্ধমান শহরের বিবেকানন্দ কলেজ মোড়ের পূর্ব দিকে ছোটনীলপুর পীরতলা এলাকায় অবস্থিত "হযরত মানিক পীর বয়েজ হোস্টেলে" প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও সমস্ত ছাত্র ও পরিচালক কমিটির সভ্যদের নিয়ে একটি প্রীতির দাওয়াত ই ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হল।
উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান শহরের বিশিষ্ট উদ্যোগ পতি জনাব হাসিব আলম , উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মুন্সি সিরাজুল ইসলাম, বর্ধমান জেলা কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী জনাব মশিউর রহমান পাপু, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সামিউল আলম ,বর্ধমান জেলা বিশিষ্ট সমাজসেবী ও হোস্টেলের সাধারণ সম্পাদক শেখ মনোয়ার হোসেন, ছাড়াও এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।
সমগ্র অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন ছাত্রাবাসের ওয়ার্ডেন শেখ নাসির উদ্দিন রাজা।
প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও বর্ধমান শহরের গরিব দুঃস্থ বৃদ্ধ- বৃদ্ধাদের ঈদের আনন্দে সামিল হওয়ার জন্য" হযরত মানিকপীর ইসলামিক সমাজ বিকাশ কেন্দ্রের" উদ্যোগে ২৫০ টাকা করে ১০০ জন মানুষের হাতে একটি করে লেখাফা তুলে দেয়া হয়। বিগত ২০১২ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্নভাবে হযরত মানিকপীর ইসলামিক সমাজ বিকাশ কেন্দ্র এলাকার দরিদ্রদের জন্য রমজান মাসে এই কাজ কাজ করে চলেছে। সাধারন সম্পাদক সেখ মনোয়ার হোসেন আরো জানালেন যে আগামী শিক্ষাবর্ষে দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রদের যাকাত ফান্ড বা দুস্থ তহবিল থেকে কিছু আর্থিক সাহায্য বরাদ্দ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

উলামায়ে বাংলার ঈদ বস্ত্র বিলি, ইফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● আমডাঙ্গা

আপনজন: জমিয়াতে উলামায়ে বাংলা আমডাঙা থানা কমিটির পরিচালনায় এবং আমডাঙার বিভিন্ন অঞ্চল কমিটির সহযোগিতায়, দুস্থ এতিম, অনাথ, স্বামীহারা অসহায় মানুষদের মধ্যে ঈদ ও ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হয়। তিন দিনব্যাপী এই কর্মসূচিতে বোদাই তারা বেরিয়া বেড়াবেড়িয়া অঞ্চল কমিটির বিভিন্ন স্থানে ৩০০ অসহায়দের মধ্যে ঈদ ইফতার সামগ্রীর বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন আমডাঙা থানা কমিটির সম্পাদক মাওলানা মোস্তাক আহমেদ, তাড়াতাড়িয়া অঞ্চল কমিটির সভাপতি জুলফিকার আহমেদ, সহ-সম্পাদক আবদুল শহীদ, বেড়াবেড়িয়া অঞ্চল কমিটির সভাপতি আহমদ আলী, সম্পাদক মাওলানা আমানুল্লাহ।
এছাড়াও বিভিন্ন সদস্যবৃন্দ ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই কর্মসূচি আর লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট। সমগ্র কর্মসূচিটি পরিচালনা করেন আমডাঙ্গা দক্ষিণ থানার সহ-সম্পাদক মাওলানা শফিক আহমেদ।

বনগাঁয় ঈসালে সওয়াব

এম মেহেদী সানি ● বনগাঁ

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগণার বনগাঁয় ফুরফুরা শরীফের পীরজাদাদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হল ঐতিহাসিক ইসালে সাওয়াব। প্রতি বছর ২১, ২২, ২৩ চৈত্র অনুষ্ঠিত হয় ইসালে সাওয়াব। বনগাঁর মতিগঞ্জে বাগদা রোড সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত 'আব্দুল হাই সিদ্দিকীয়া হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা' চত্বরে রয়েছে সুবিশাল ঈদগাহ ময়দান। বরাবরের মত এখানেই অনুষ্ঠিত হয়েছে ৮০ তম বর্ষের ইসালে সাওয়াব। বক্তারা কুরআন-সুন্নাহর উপর জোর দেওয়ার পাশাপাশি ফিলিস্তিনে ইসরাইলের বর্বর হামলা ও গণহত্যা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। একইসঙ্গে দেশে যারা ধর্মনিরপেক্ষতার উপর আঘাত হানতে চাচ্ছে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে বিনষ্ট করে যারা ফায়দা তুলতে চাচ্ছে সেসব সম্পর্কে আলোকপাত করেন। বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা আব্দুল্লাহ সিদ্দিকি, পীরজাদা মুজাহিদ সিদ্দিকি, পীরজাদা সাওবান সিদ্দিকি প্রমুখ।
ছবি; নুরুল ইসলাম খান

ফুরফুরায় বস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ফুরফুরা

আপনজন: রবিবার ফুরফুরা শরীফে রাইজিং ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট এর উদ্যোগে এক বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পির হোসেন সিদ্দিকী, অলবেঙ্গল মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন এর সভাপতি আবু আফজাল জিন্না, পিরজাদা মোয়ার্রেখিন সিদ্দিকী, ট্রাস্টের কর্নধার পিরজাদা মুনতাকিম সিদ্দিকী বলেন, প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরও কয়েক হাজার মানুষের হাতে তুলে দিচ্ছি।

লাব্বাইক মিশনে এতিম

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নেতড়া

আপনজন: ডায়মণ্ডহারবার নেতড়ায় 'লাব্বাইক মিশন'-এর প্রতিষ্ঠাতা সাহিত্যিক আজিজুল জানান, তার মিশনে এতিম শিশুরাই সম্পদ। শত শত অসহায় এখানে লেখা পড়া করে মানুষ হয়েছে এবং হচ্ছে। আবাসিক ও অনাবাসিক ছাত্র-ছাত্রীরা ছুটিতে বাড়ি ফিরে যাওয়ার আনন্দে মাতওয়ারা হল। তার সাক্ষী থাকলেন বাংলাদেশের সাহিত্যিক সোহেল মোহাম্মদ ফখরুদ-দীন।

গুড়গুড়িপোতা গ্রামে ইফতার

সেখ আব্দুল আজিম ● চণ্ডীতলা

আপনজন: গুড়গুড়ি পোতা আহলে হাদিস জামাতের জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে মাদ্রাসায় ইফতারের মজলিস হয় ২৭ রমজান। প্রসঙ্গত ইফতারের মজলিসে জামে মসজিদের ইমাম ও মোয়াজ্জেন ছাড়াও রোজাদারদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।
রোজাদার গণ উৎফুল্লের সাথে এফতার মজলিসে শামিল হন ।

৪০ বছরের অপেক্ষা শেষে কোপা দেল রে জিতল বিলবাও

আপনজন ডেস্ক: কোপা দেল রের ইতিহাসে দ্বিতীয় সেরা দল তারা। এ প্রতিযোগিতায় শিরোপা জয়ে তারা রিয়াল মাদ্রিদের চেয়েও এগিয়ে। শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার ৩১ শিরোপার বিপরীতে অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের শিরোপা ২৪টি, যার সর্বশেষটি এসেছে গতকাল রাতে, ৪০ বছরের অপেক্ষা শেষে। শিরোপা জয়ের লড়াইয়ে ১২০ মিনিটের খেলা ১-১ ব্যবধানে ড্র থাকার পর পেনাল্টি শুটআউটে মায়োর্কাকে ৪-২ গোলে হারিয়েছে বিলবাও।

১৯৮৩-৮৪ মৌসুমে সর্বশেষ কোপা দেল রে জিতেছিল বিলবাও। সেটি ছিল তাদের ২৩তম কোপা দেল রে শিরোপা। তখন বিলবাও ছিল এ প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে বেশি শিরোপা জেতা দল। কিন্তু এরপরই শুরু হয় লম্বা শিরোপা-খরা।

পরবর্তী সময়ে ছয়বার কোপা দেল রের ফাইনাল খেললেও আর কোনো শিরোপার দেখা পায়নি বিলবাও। এমনকি ২০১৫ সালে স্প্যানিশ সুপার কাপ জেতার আগে আর কোনো শিরোপাই জেতেনি দলটি। তাই সেভিয়ার মাঠে মায়োর্কার বিপক্ষে বিলবাওয়ের চ্যালেঞ্জটা মোটেই সহজ ছিল না।

মাঠের খেলায় অবশ্য বিলবাওয়ের দাপটই ছিল বেশি। ম্যাচে ৬৯ শতাংশ বলের দখল রেখে ৩০টি শট নেয় বিলবাও। বিপরীতে ৩১ শতাংশ বলের দখল রাখা মায়োর্কা নেয় ১৩ শট। বলের দখল ও আক্রমণে পিছিয়ে থাকলেও গোল আগে মায়োর্কাই পায়। ২১ মিনিটে ড্যানি রদ্রিগেজ গোল করে এগিয়ে দেন মায়োর্কাকে। প্রথমার্ধ পিছিয়ে থেকেই শেষ করে বিলবাও।

৫০ মিনিটে অইহান সানচেতের গোলে সমতায় ফেরে বিলবাও। এরপর নির্ধারিত সময়ে ও অতিরিক্ত দাপট দেখিয়েও জয়সূচক গোলটি আদায় করতে পারেনি বিলবাও। টাইব্রেকারে বিলবাওয়ের প্রথম চার খেলোয়াড়ের প্রত্যেকেই গোল করেন।

কিন্তু মায়োর্কার মানু মোরলানেস এবং নেমানিয়া রাদোনিক গোল করতে ব্যর্থ হন। মোরলানেসের শট বিলবাও গোলকিপার হুলেন আগিরেবালা ঠেকিয়ে দেন আর বল লক্ষ্যে রাখতে ব্যর্থ হন রাদোনিক, যা শেষ পর্যন্ত বিলবাওয়ের হাতে তুলে দেয় শিরোপা।

এ ম্যাচে দারুণ খেলে বিলবাওয়ের শিরোপার জয়ের অন্যতম নায়ক নিকো উইলিয়ামস। ম্যাচসেরাও হয়েছেন ২১ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড। দলকে শিরোপা জিতিয়ে উচ্ছ্বসিত উইলিয়ামস বলেছেন, 'এটা অবিশ্বাস্য, আমরা ইতিহাস গড়েছি। দল অনেক পরিশ্রম করেছি। সমর্থকেরা আমাদের সঙ্গে ছিলেন। এটা তাঁদের প্রাপ্য। আমি লম্বা সময় ধরে এটির স্বপ্ন দেখে আসছিলাম।'

ফিরেই মেসির গোল, তবু জেতেনি মায়ামি

আপনজন ডেস্ক: লিওনেল মেসি চোটে পড়ার পর সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে চার ম্যাচ খেলে কোনোটিতেই জয় পায়নি ইন্টার মায়ামি। একটি ড্রয়ের বিপরীতে ছিল তিন হার। আজ মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) কলোরাডোর বিপক্ষে তাই অন্তত ১০ মিনিটের জন্য হলেও মেসিকে পেতে চেয়েছিল ইন্টার মায়ামি। ১০ মিনিট নয়, আর্জেন্টাইন মহাতারকাকে পাওয়া গেল ৪৫ মিনিটের জন্য। আর মেসি নামতেই বদলে গেছে ম্যাচের দৃশ্যপট।

মাঠে নামার ১২ মিনিটের মধ্যে গোল করে পিছিয়ে থাকা মায়ামিকে সমতাতেও ফেরান মেসি। তবে মেসির গোলের পরও শেষ পর্যন্ত জয় নিয়ে মাঠ ছাড়তে পারেনি মায়ামি। ২-২ গোলের ড্র নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয়েছে তাদের।

গতকালই মেসির স্কোয়াডে ফেরার ঘোষণা দেয় মায়ামি। তবে চোট কাটিয়ে ফেরা আর্জেন্টাইন অধিনায়ক যে পুরো ম্যাচ খেলবেন না, তা অনেকটা নিশ্চিতই ছিল। ভারতীয় সময় আজ ভোরের ম্যাচটিতেও অনুমেয়ভাবেই বেঞ্চ থেকেই শুরু করেন মেসি। শুধু মেসিই নন, সের্হিও বুসকেতস এবং জর্দি আলবাকেও বেঞ্চে রেখে শুরু করে মায়ামি।

দলের সেরা তারকাদের ছাড়া মাঠে নামা মায়ামির বিপক্ষে প্রথমার্ধে বেশ ভালোই খেলে কলোরাডো। প্রথমার্ধের শেষ মুহূর্তে পেনাল্টি থেকে গোলও আদায় করে নেয় তারা। পিছিয়ে পড়া দলকে খেলায় ফেরাতে বিরতির পরপরই মেসিকে নামায় মায়ামি। মাঠে নেমেই দলকে দারুণভাবে উজ্জীবিত করে তোলেন বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন তারকা। এরপর ৫৭ মিনিটে গোল করে দলকে সমতাতেও ফেরান মেসি।

ফ্রাঙ্কো নেগরির কাছ থেকে নিচু এক ক্রস পেয়ে শট নেন মেসি। বল পোস্টে লেগে জালে জড়ায়, ইন্টার মায়ামি ফিরে আসে ম্যাচে। মেসির গোলের পর উজ্জীবিত মায়ামির এগিয়ে যেতে সময় লাগে ৩ মিনিট। এই গোলেও ছিল মেসির অবদান। তাঁর তৈরি করা আক্রমণ থেকেই ডেভিড রুইজের পাসে গোল করেন লিওনার্দো আফোনসো।

এরপর অবশ্য একাধিকবার গোলের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন মেসি, তবে কখনো প্রতিপক্ষ গোলরক্ষকের নৈপুণ্যে, আবার কখনো পোস্টের বাধায় দ্বিতীয় গোলটি পাওয়া হয়নি মেসির। এর মধ্যে অবশ্য ম্যাচের শেষ মুহূর্তে কোল বাসেতের গোলে সমতা ফেরায় কলোরাডো। এই গোলেই মূলত জয়বঞ্চিত হয় মায়ামি।

এ ড্রয়ের পর এমএলএসের ইস্টার্ন কনফারেন্সের পয়েন্ট তালিকায় তৃতীয় স্থানে আছে মায়ামি। ৮ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ১২।

শেফার্ডের এক ওভারেই ম্যাচ জিতে নিল মুম্বাই

আপনজন ডেস্ক: ১৯ ওভার শেষে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের রান ছিল ৫ উইকেটে ২০২। ১৯ ওভার শেষে দিল্লি ক্যাপিটালসের রান ৫ উইকেটে ২০১।

শেষ ওভারের আগপর্যন্ত রান সংখ্যায় প্রায় সমান হলেও ম্যাচটা জিতেছে মুম্বাই। কারণ শেষ ছয় বলেই ব্যবধান গড়ে দিয়েছেন রোমারিও শেফার্ড। মুম্বাইয়ের শেফার্ড ২০তম ওভার থেকে একাই তুলেছেন ৩২ রান। ৪টি ছক্কা, ২টি চার। কিন্তু রানতাড়ায় নামা দিল্লির হয়ে শেষ ওভারে কেউ শেফার্ড হয়ে উঠতে পারেননি। শেষ ছয় বলে মাত্র ৪ রান ওঠায় দিল্লি হেরেছে ২৯ রানের ব্যবধানে।

এবারের আসরে পাঁচ ম্যাচে দিল্লির চতুর্থ হার এটি। আর চতুর্থ ম্যাচে এসে প্রথম জয় মুম্বাইয়ের।

দিল্লির হয়ে শেষ ওভারে শেফার্ডের মতো ইনিংস খেলার সম্ভাবনা ছিল ত্রিস্তান স্টাবসের। দক্ষিণ আফ্রিকার এই ডানহাতি ব্যাটসম্যান মাত্র ২৫ বলেই তুলে ফেলেছিলেন ৭১ রান। ৭টি ছয় আর ৩টি চারে যেভাবে ঝড় তুলেছেন, তাতে শেষ ওভারেও বড় শটের অপেক্ষায় ছিলেন দিল্লি সমর্থকেরা।

কিন্তু জেরাল্ড কোয়েৎজির করা শেষ ওভারে স্ট্রাইকেই যেতে পারেননি স্টাবস। ললিত যাদব প্রথম দুই বলে দুই রান নেওয়ার পর তৃতীয় বলে ক্যাচ দেন উইকেটের পেছনে। নেমেই পরের বলে আউট ইমপ্যাক্ট খেলোয়াড় কুমার কুশাগরা। পঞ্চম বলে ঝাই রিচার্ডসন দুই রান নিয়ে ষষ্ঠ বলেই আউট।

একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে স্টাবস শুধু হারই দেখে গেলেন দলের।

স্টাবসের আগে দিল্লিকে ভালো শুরু এনে দিয়ে যান পৃথ্বি শ ও অভিষেক পোরেলরা। শ ৪০ বলে ৬৬ আর পোরেল ৩১ বলে ৪১ রান করে ফেরার পর স্টাবসই এগিয়ে নেন দলকে।

এর আগে মুম্বাইকে ২৩৪-এ পৌঁছে দেওয়ার পথে প্রথম কাজটি করেন দুই ওপেনার রোহিত শর্মা ও ঈষান কিষান। রোহিত ২৭ বলে ৪৯ আর কিষান ২৩ বলে ৪২ করে ফেরার পর অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া খেলেন ৩৩ বলে ৩৯ রানের ইনিংস।

এরপরও অবশ্য ১৬ ওভার শেষে মুম্বাইয়ের রান ১৫০। সেখান থেকে শেষ চার ওভারে ৮৪ রান যোগ করেন টিম ডেভিড ও শেফার্ড। ডেভিড খেলেন ২১ বলে ৪৫ রানের অপরাজিত ইনিংস। তাঁকে এক পাশে আটকে রেখে ২০তম ওভারের পুরোটা ব্যাট করেন শেফার্ড। গায়ানার ২৯ বছর বয়সী এই ব্যাটসম্যান আনরিখ নর্কিয়ার প্রথম বলে চার, এর পরের তিন বলে টানা তিন ছয় মারেন। পঞ্চম বলে আরেকটি চারের পর ষষ্ঠ বলে আবারও ছয়। ৬ বলে ৩২ রান তুলে দলকে দেন জয়ের ভিত্তি, নিজে অপরাজিত থাকেন ১০ বলে ৩৯ রানে।

শেষ পর্যন্ত এই পারফরম্যান্সই তাঁকে এনে দেয় ম্যাচসেরার স্বীকৃতি। দলও পায় মৌসুমের প্রথম জয়।

ফুটবল রোজাকেও আপন করে নিল!

আপনজন ডেস্ক: রহস্যটা গোপন রেখেছিলেন ইউসেফ চিপ্পো। তখন সবে পেশাদার ফুটবলার হিসেবে পা রেখেছেন ইউরোপে। অতিবাহিত হয়েছে মাত্র কয়েক মাস। মরক্কোর এই মিডফিল্ডার নিজেকে প্রমাণে মরিয়া ছিলেন। এমন কিছু করতে চাননি, যে কারণে তাঁর উঠে আসার পথটা রুদ্ধ হয়ে যায়। ইউসেফ তাই ব্যাপারটা চেপে গিয়েছিলেন। তিনি রোজা রেখেই ক্লাবের অনুশীলনে অংশ নিচ্ছেন। একজন মুসলিম হিসেবে ইউসেফের কাছে রোজা রাখাটা প্রত্যাশিত হলেও তাঁর ক্লাবের পরিবেশ ছিল ভিন্ন। ১৯৯৭ সালের সেই শীতে পর্তুগালের ক্লাব এফসি পোর্তোয় খেলোয়াড়দের রোজা রাখাটা ছিল একদমই অপ্রত্যাশিত।

কারণও ছিল। সকালে ও বিকালে—দুই বেলা চলত পোর্তোর অনুশীলন। এমনিতেই ব্যাপারটা কষ্টসাধ্য, রোজা রাখলে তো কথাই নেই। পানি ও খাবার ছাড়া সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত থাকা, সেটাও দুই বেলা অনুশীলন করে—এটা ভাবতেই তো কারও কারও গলা শুকিয়ে আসতে পারে। কিন্তু ইউসেফ একটু অন্য ধাতে গড়া মানুষ। রোজা রেখেই দুই বেলা অনুশীলন করতেন। দুর্বলতায় কখনো কখনো তাঁর মাথা ঘোরাত, মাথাব্যথাও করত। কিন্তু ইউসেফ সেসব নিয়ে টুঁ শব্দটি করতেন না। গোপনে ব্যথাগুলো সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু এভাবে আর কত দিন! ইউসেফ একদিন রহস্যটা ভেঙে দিলেন। ক্লাবও খুব দ্রুত ব্যবস্থা নিল। রোজা রেখে অনুশীলনের পরও ইউসেফের শক্তি ও স্বাস্থ্য কীভাবে অটুট রাখা যায়, সেই পরিকল্পনা করল পোর্তো।

দশকের পর দশক অন্য সব মুসলিম খেলোয়াড়ের জন্য ক্লাবগুলো কিন্তু এতটা ভাবেনি। অন্তত মুসলিম খেলোয়াড়দের রোজা রাখা নিয়ে ক্লাবগুলোর আনুষ্ঠানিক কোনো ভাবনা ছিল না। আর ফুটবল খেলাটাও এমন—মাঠে অহর্নিশ দৌড়াতে হয়, পর্যাপ্ত খেলোয়াড় বদলির নিয়মও নেই। তাই রোজা রেখে ম্যাচের মাঝপথে মুসলিম খেলোয়াড়েরা যে বেঞ্চে বসে একটু বিশ্রাম নেবেন, সেই উপায়ও নেই কিংবা ইফতারের সময় খেলায় বিরতির কথাও কেউ ভাবেনি। রোজা রেখে মাঠে নামা খেলোয়াড়ের জন্য তাই বুদ্ধি করে ইফতারের পথ বের করতে হয়েছে তাঁর সতীর্থদের।

দেখা যেত, ইফতারের সময় কেউ চোট পাওয়ার অভিনয় করছেন, তখন যে বিরতিটুকু মেলে সেই ফাঁকে সাইডলাইনে গিয়ে রোজা ভেঙে আসতেন তাঁর মুসলিম সতীর্থ। স্টাফরা সেই খেলোয়াড়ের জন্য কয়েকটি খেজুর কিংবা মিষ্টান্ন পানীয় রেখে দিতেন। ঠিক সময়ে নিজেরাই তাঁর হাতে তুলে দিতেন কিংবা ইফতারের সময় কেউ চোট পেলে ট্রেনার মাঠে ঢোকার সময় ব্যাগে করে দুটো কলাও নিয়ে যান। কারণটা আপনি জানেন।

রোজা রাখা সতীর্থের জন্য খেলোয়াড়েরা এসবই করেছেন নিজেদের ব্যবস্থায়। মানে ক্লাবের পক্ষ থেকে ব্যাপারগুলো আনুষ্ঠানিক ছিল না।

রোজা রেখে ফুটবল খেলাকে এক সময় নিরুৎসাহিত করা হতো। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে দৃশ্যপট বদলাচ্ছে। বিশ্বের সেরা সব লিগে, বিশেষ করে ইউরোপে মুসলিম ফুটবল খেলোয়াড়দের সংখ্যা ও গুরুত্ব বাড়ছে। আর তাই বিশ্বসেরা লিগ ও ক্লাবগুলো—একটি লিগ বাদে (ফ্রেঞ্চ লিগ আঁ)—খেলোয়াড়দের রোজা রাখাকে ইতিবাচক চোখে দেখছে। মুসলিম খেলোয়াড়দের জন্য আলাদা করে পুষ্টি-পরিকল্পনার পাশাপাশি অনুশীলনের পদ্ধতিতেও পরিবর্তন আনছে ক্লাবগুলো। এমনকি মাঠে নামার পর ইফতারের সময় মুসলিম খেলোয়াড়েরা যেন রোজা ভাঙতে পারেন, সে জন্য খেলায় কিছু সময় বিরতির অনুমোদনও দিয়েছে কিছু লিগ।

এসব পরিবর্তন ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের মতো জনপ্রিয় প্রতিযোগিতাগুলোর বৈচিত্র্য আরও বাড়িয়েছে। প্রতিযোগিতার ভাবমূর্তিও করেছে আরও ইতিবাচক। তবে আরও গভীরে তাকালে পরিবর্তনগুলোর অন্য কারণও চোখে পড়বে। ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের কথাই ধরুন।

এসব লিগে মুসলিম খেলোয়াড়দের পেছনে কোটি কোটি ডলার লগ্নি আছে ক্লাবগুলোর। নিজেদের প্রয়োজনীয় ব্যাপারগুলো নিয়ে মুসলিম খেলোয়াড়েরা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি সোচ্চার। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই রোজা নিয়েও ভাবতে হয়েছে ক্লাব ও লিগগুলোকে।

দুই মৌসুম আগের কথা। সাদিও মানে তখন লিভারপুলে। সেনেগালিজ এই ফরোয়ার্ড নিজের অধিনায়কের কাছে একটি অনুরোধ করেছিলেন, তিনি যেন কোচকে (ইয়ুর্গেন ক্লপ) গিয়ে বলেন রোজার মাসে অনুশীলনের সূচি পাল্টে সকালে নিয়ে আসতে। এতে ক্লাবের অন্য মুসলিম খেলোয়াড়েরা সাহ্‌রি করেই অনুশীলনের প্রস্তুতি নিতে পারবেন। ক্লপ অনেকটাই পত্রপাঠ মেনে নিয়েছিলেন।

আর্সেনালে নিজের অভিজ্ঞতা শুনিয়েছেন মিসরীয় মিডফিল্ডার মোহাম্মদ এলনেনি, 'ওরা ব্যাপারটা খুব সিরিয়াসলি নেয়। কারণ, ওরা জানে এটা (রোজা) আমার ও অন্যদের (মুসলিম) জন্য কত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, আমাকে ফিট রাখা প্রয়োজন তাদের।'

৩১ বছর বয়সী এলনেনি ছাড়াও আর্সেনালে আরও দুজন এই মৌসুমে রোজা রেখেই খেলছেন। এলনেনি জানিয়েছেন, প্রথম রোজা শুরুর প্রায় দুই সপ্তাহ আগে থেকেই খেলোয়াড়দের এ ব্যাপারে প্রস্তুত করতে শুরু করে আর্সেনাল। খেলোয়াড়েরা যেন রোজা রেখেও সেরা ফর্মে থাকতে পারেন, সে জন্য এ ব্যবস্থা। আর রোজা শুরুর আগের দিন থেকেও এই প্রক্রিয়া ফিরিয়ে আনা হয়।

প্রিমিয়ার লিগের অন্যান্য ক্লাব ও ইউরোপে এক ডজনের বেশি ক্লাব এ পদ্ধতি অনুসরণ করছে।

ইংল্যান্ড ও নেদারল্যান্ডসের লিগগুলোয় ম্যাচ চলাকালীন ইফতারের বিরতির নিয়ম চালু করেছে। ইফতারের সময় যেন খেলা থামাতে পারে, সেই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে জার্মানির রেফারিদের।

তবে সব দেশ কিন্তু এই পথে হাঁটেনি।

ফ্রান্স ফুটবল ফেডারেশন (এফএফএফ) যেমন ইফতারের সময় রোজা রাখা খেলোয়াড়দের জন্য খেলায় বিরতি না দিতে ক্লাব ও অফিশিয়ালদের নির্দেশ দিয়েছে। এ বিষয়ে গাইডলাইনও বেঁধে দিয়েছে তারা। আর ফেডারেশনের দলগুলোর (জাতীয় দল থেকে বয়সভিত্তিক) রোজা রেখে অনুশীলনে নামলে সেই খেলোয়াড়কে নিষিদ্ধ করার কথাও বলা হয়েছে। এ জন্য ফ্রান্স ফুটবল ফেডারেশনকে অবশ্য সমালোচনাও সইতে হচ্ছে। ফ্রান্সের ফুটবল কর্তৃপক্ষ অবশ্য আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেছে, ফেডারেশনের নিয়ম অনুযায়ী ধর্মীয় নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে এর মধ্যেও একজন খেলোয়াড় প্রতিবাদ জানিয়ে ফ্রান্স অনূর্ধ্ব-১৯ দলের ক্যাম্প ছেড়েছেন। তিনি মাহমাদু দিয়াওরা। ইংল্যান্ডে মুসলিম খেলোয়াড়দের মাঠে ইফতারের জন্য সংক্ষিপ্ত বিরতি ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ অনুমোদন করেছে ২০২১ সালে। পেশাদার ফুটবলারদের অ্যাসোসিয়েশন রমজান মাসকে প্রাধান্য দিয়ে খেলোয়াড়দের কীভাবে কী করা উচিত, সে বিষয়ে ৩০ পৃষ্ঠার একটি তথ্যমালাও প্রকাশ করেছে। এমন সচেতনতা কিন্তু একসময় ছিল না। অন্তত এখন ইউরোপে ব্যাপারটা যেভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, সেভাবে তো নয়ই।

ব্রাইটনের বিপক্ষে আর্সেনালের পেনাল্টি পাওয়া নিয়ে লিভারপুলের প্রশ্ন

আপনজন ডেস্ক: দুটি ঘটনা বা দুটি ট্যাকল। একটি গতকাল আর্সেনাল-ব্রাইটন ম্যাচে, আরেকটি ১০ মার্চের—লিভারপুল-ম্যানচেস্টার সিটি ম্যাচে। গতকালের ট্যাকলটি ব্রাইটনের তারিক ল্যাম্পটি করেছেন গ্যাব্রিয়েল জেসুসকে। আর ১০ মার্চ লিভারপুলের আলেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টারকে করেছিলেন ম্যানচেস্টার সিটির জেরেমি ডকু।

একই রকমের দুটি ট্যাকলে দুই রকমের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রেফারি। আর্সেনালের জেসুসকে করা ট্যাকলে ফাউল দিয়েছেন। বক্সের মধ্যে এই ফাউলে পেনাল্টি পেয়েছে আর্সেনাল। আর বক্সের মধ্যে ডকুর করা ট্যাকলে ম্যাক অ্যালিস্টার পড়ে গেলেও ফাউলের বাঁশি বাজাননি রেফারি। একই রকমের ট্যাকলে দুই রকমের সিদ্ধান্ত নিয়ে চটেছেন লিভারপুলের সমর্থকেরা। লিভারপুলের সমর্থকদের চটার কারণ একটাই—১০ মার্চ ম্যাচের শেষ দিকে সিটির বিপক্ষে পেনাল্টি পেলে জয় নিয়েই হয়তো মাঠ ছাড়তে পারত লিভারপুল। ম্যাচটি যে তারা ১-১ গোলে ড্র করেছে।

সেই ম্যাচে জয় পেলে শিরোপা দৌড়ে অনেকটাই এগিয়ে যেতে পারত তারা। আর্সেনাল গতকাল ওই পেনাল্টিটি না পেলে পয়েন্ট খোয়াত কি না, বলা মুশকিল। কারণ, ব্রাইটনের মাঠ থেকে তারা কাল জয় নিয়ে ফিরেছে ৩-০ গোলে। কিন্তু এটাও সত্যি যে ৩৩ মিনিটে ওই পেনাল্টি থেকে গোল করেই দলকে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে দিয়েছিলেন বুকায়ো সাকা। এরপর ৬২ ও ৬৩ মিনিটে কাই হাভার্টজ ও লিওনার্দো ট্রোসাড গোল পান। তা যে ট্যাকল দুটি নিয়ে বলা হচ্ছে, কীভাবে সে দুটি একই রকম; এটা একটু দেখা যাক। গতকাল আর্সেনালের ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড জেসুস বল পেয়েছিলেন ব্রাইটনের বক্সের বাইরে। ড্রিবলিং করে তিনি ঢুকে যান বক্সে। সেখানে ব্রাইটনের ডিফেন্ডার ল্যাম্পটি তাঁকে ট্যাকল করেন। ভিএআরে দেখা গেছে জেসুসের পায়ে ল্যাম্পটির পা লাগার আগে লেগেছিল বলে। পরিষ্কারভাবে এটাকে বিধিবহির্ভূত ট্যাকল বলা যায় না।

১০ মার্চ ম্যাক অ্যালিস্টারকে একই রকম ট্যাকল করায় রেফারি ফাউল দেননি। সেটা লিভারপুল মেনেও নিয়েছিল। কিন্তু এখন যখন একই রকম ট্যাকলে আর্সেনাল পেনাল্টি পেল, বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে লিভারপুলের সমর্থকেরা।

লিভারপুলের সেই ম্যাচেও ভিএআরের প্রয়োগ করা হয়েছিল। লিভারপুলের সমর্থকেরা তাঁদের ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম এক্সে। একজন লিখেছেন, 'ভিএআর দুর্নীতিগ্রস্ত। ম্যাক অ্যালিস্টারকে পেনাল্টি দেওয়া হয়নি। কারণ, ডকু আগে বল স্পর্শ করেছিল। ভিএআর এক হাজার কোটি শতাংশবার প্রতারণার কারখানা!'

বার্সা-পরীক্ষার আগে এমবাপ্পেই পিএসজির ত্রাতা

আপনজন ডেস্ক: আগামী মঙ্গলবার চ্যাম্পিয়নস লিগে কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে বার্সেলোনার মুখোমুখি হবে পিএসজি। সে ম্যাচের প্রস্তুতির জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভাবা হচ্ছিল ক্লেরমঁর বিপক্ষে লিগ 'আঁ'তে পিএসজির ম্যাচটিকে। তবে এ ম্যাচেও যথারীতি কিলিয়ান এমবাপ্পেকে বেঞ্চে রেখে একাদশ সাজান কোচ লুইস এনরিকে। এই ম্যাচে ১৭ বছর বয়সী দুই ফুটবলার ইয়ুরাম জাগুয়ে এবং সেনি মায়ুলুকে একাদশে সুযোগ দেন পিএসজির স্প্যানিশ কোচ। এই ম্যাচ দিয়ে অভিষেক হয়েছে জাগুয়ের, আর মায়ুলু প্রথমবারের মতো সুযোগ পেয়েছেন মূল একাদশে। পাশাপাশি এদিন পিএসজির গোলবার সামলেছেন তৃতীয় গোলরক্ষক আরনাউ তেনাস। ধারণা করা হচ্ছে, বার্সেলোনার ম্যাচ সামনে রেখে এমবাপ্পেসহ গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়দের বিশ্রাম দিতে গিয়ে এ পথে হেঁটেছেন এনরিকে। তবে একাদশ নিয়ে এমন পরীক্ষা-নিরীক্ষার রাতে কোনোরকমে হার এড়ানো পিএসজি ১-১ গোলে ড্র করেছে। এই ড্রয়েও মূলত বড় অবদান বদলি নামা এমবাপ্পের। তাঁর দুর্দান্ত এক অ্যাসিস্টেই ম্যাচের ৮৫ মিনিটে সমতাসূচক গোলটি করেন গনসালো রামোস। এর আগে ম্যাচের ৩২ মিনিটে ক্লেরমঁকে এগিয়ে দেন হাবিব কেইটা। এমবাপ্পের পিএসজি ছেড়ে রিয়াল মাদ্রিদে যাওয়ার খবর সামনে আসার পর থেকেই মূলত ঘরোয়া লিগে তাঁকে হয় বদলি করেন, না হয় বদলি হিসেবে খেলান এনরিকে। সর্বশেষ ৮ লিগ ম্যাচের মাত্র একটিতেই পুরো ৯০ মিনিট খেলার সুযোগ পেয়েছেন এমবাপ্পে।

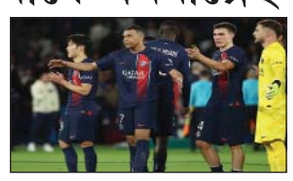

ওমরায় গেলেন সাকিব, জানতেনই না কোচ

আপনজন ডেস্ক: শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ শেষ হওয়ার পর প্রিমিয়ার লীগে শেখ জামাল ধানমণ্ডি ক্লাবের হয়ে মাঠে নামার কথা ছিল সাকিব আল হাসানের। গতকাল ছিল ঢাকা প্রিমিয়ার লীগে শেখ জামালের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে। প্রাইম ব্যাংকের বিপক্ষে তাকে ধরে নিয়েই পরিকল্পনা সাজিয়ে ছিলেন কোচ সোহেল ইসলাম। তার সঙ্গে যোগাযোগ না থাকলেও আগের দিন সাংবাদিকের কাছে সাকিবের খেলার সম্ভাবনার কথাই জানিয়েছিলেন। কিন্তু আগেরদিন সন্ধ্যায়ও কোচ নিশ্চিত হতে পারেননি সাকিব খেলবেন কি না। গতকাল ম্যাচের দিন সকালে একাদশ তৈরির সময় জানলেন সাকিব দেশেই থাকছেন না। তিনি ওমরাহ পালন করার জন্য সৌদি আরব যাচ্ছেন। একটি দলের নিবন্ধিত খেলোয়াড় হওয়ার পর কোনো ক্রিকেটার যদি তার দলের সঙ্গে কোনো যোগাযোগই না রাখেন, কোচ কিংবা কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা না বলেন, তখন তার নিবেদন নিয়ে প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক। যদিও সাকিব আল হাসানের ক্ষেত্রে এসব কোনো নতুন বিষয় নয়। জাতীয় দলের অনুশীলন ছেড়ে দিয়ে যিনি বিজ্ঞাপনের শ্যুটিং করতে চলে যেতে পারেন, তার কোনো একটি ক্লাবের প্রতি দায়বদ্ধতা কেমন থাকবে, তা নির্দ্বিধায় বলে দেয়া যায়। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের আগে শেখ জামালের হয়ে প্রিমিয়ার লীগে ৩ ম্যাচ খেলেন সাকিব। ব্যাট হাতে এক হাফসেঞ্চুরিসহ (১৯, ৩৪ ও ৫৩) ১০৬ রান করার পাশাপাশি বল হাতে (৩/৩৯, ১/৪৭ ও ২/১৪) ৬ উইকেট শিকার করেনে তিনি।

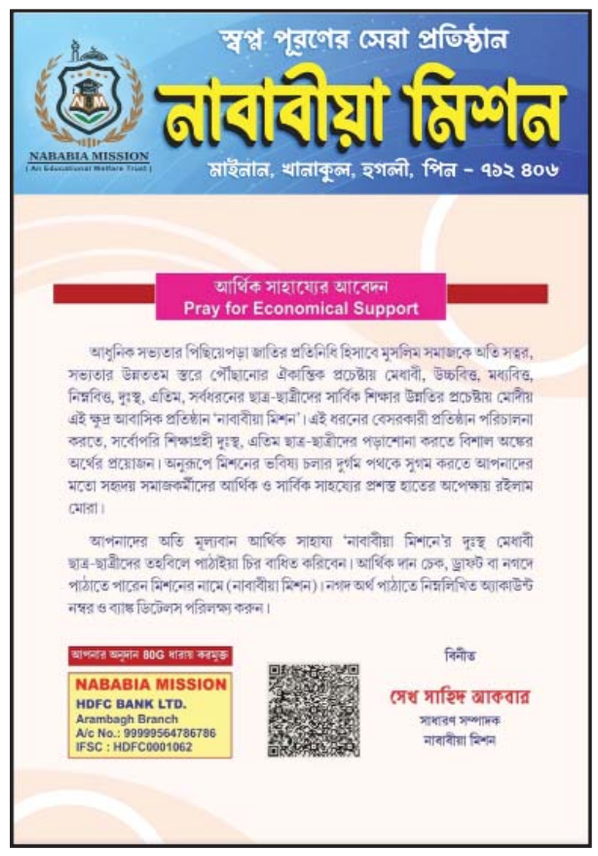

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদকীয় দফতর: আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. Editorial Office: 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 Editor: Zaidul Haque